নামিবিয়ায় খেলার সময় ডিপ ফ্রিজে আটকে পড়ে ৪ শিশুর করুণ মৃত্যু

সারে-জমিন

২০ বছর ধরে শিকল বন্দি জীবন সফিকুলের

রূপসী বাংলা

জাতি গণনা ও জনগণনার গুরুত্ব

সম্পাদকীয়

ইসলামে মানবপ্রেম

দাওয়াত

একাধিত সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে ড্র করল মোহনবাগান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
৩ আশ্বিন ১৪৩১
১৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 255 ■ Daily APONZONE ■ 19 September 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

‘এক দেশ এক ভোট’ চালুর প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পাস

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একই সঙ্গে করারর প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেল। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘এক দেশ এক ভোট’ প্রস্তাবটি পাস হয়। সূত্রের খবর, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই এই প্রস্তাব বিল আকারে পেশ করা হবে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, লোকসভা, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ও পৌরসভা-পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় প্রশাসনের ভোট একই সঙ্গে করা উচিত। প্রস্তাব অনুযায়ী, ১০০ দিনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই ভোট হয়ে গেলে ভারতের মতো গণতন্ত্রের দেশের বিপুল অর্থ সাশ্রয় হবে। উন্নয়নের কাজও ব্যাহত হবে না।তবে কংগ্রেসসহ ১৫টি রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। ‘এক দেশ এক ভোট’ নীতি চালু করতে গেলে আগে সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। সে জন্য দরকার বিলের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন। সেই সমর্থন বিজেপি ও তার সহযোগীদের নেই। সংবিধানের সংশোধন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত বিধানসভাতে পাস করানোও বাধ্যতামূলক।

নবান্নে বৈঠকের পর খোলা হচ্ছে ধর্না শিবির

উঠতে চলেছে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি!

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক শেষ হতেই সল্টলেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের অবস্থান স্থল থেকে সমস্ত টেবিল ফ্যান সরে গেল। ডেকোরেটর সমস্ত টেবিল ফ্যান গাড়িতে করে নিয়ে চলে যায়। চাঞ্চল্য দেখা দেয় অবস্থানস্থলে। কারণ তখনও সেখানে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন চালাচ্ছেন। নির্দিষ্ট সময় থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে অর্থাৎ সন্ধ্যে পোনে সাতটা নাগাদ জুনিয়র চিকিৎসকদের ৩০ জনের প্রতিনিধি দল নবান্ন সভাঘরে পৌঁছন। টানা আড়াই ঘন্টা চলে এই বৈঠক। চিকিৎসকদের মোট পাঁচটি দাবির মধ্যে মীমাংসিত না হওয়া দুটি দাবি নিয়ে এবং হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় বৈঠকে। জুনিয়র চিকিৎসকদের বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে বৈঠকের জন্য সময় দেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে অতি দ্রুত কাজে ফেরার জন্য আবেদন জানানো হয় এবং বৈঠকে বসতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয়। তবে সন্ধ্যে সোয়া ছ’ টার মধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকদের পৌঁছতে হবে নবান্ন সভা ঘরে বলে টার্গেট দেওয়া হয়। জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বুধবার দুপুরে জিবি বৈঠকে বসে অতি দ্রুত কিভাবে কর্ম বিরতি প্রত্যাহার করে কাজে ফেরা যায় এবং তাদের বাকি দাবিগুলি কিভাবে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আদায় করে আনা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরপরই বুধবার আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে ই-মেইল করে বৈঠকে বসার জন্য আবেদন জানানো হয়। এদিকে, অব্যাহত জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি। এই আবহে বুধবার ফের বৈঠকে বসতে চেয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ইমেল করেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। তাদের বক্তব্য, পাঁচ দফা যে দাবি করা হয়েছিল তার মধ্যে চার এবং পাঁচ নম্বর পয়েন্ট এখন পুরোপুরি মানা হয়নি। তাই রাজ্য সরকারের তরফে সদার্থক উত্তর পাওয়ার জন্যই এবার নবান্নকে ই- মেল পাঠান জুনিয়র চিকিৎসকেরা।
বুধবার ইমেলের মধ্যে দুটি দাবি নিয়ে সরব হন চিকিৎসকেরা। সেগুলি হল- রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। আর রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভয়মুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ থ্রেট কালচার বন্ধ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কালীঘাটের বৈঠকের পর কলকাতা পুলিশ ও স্বাস্থ্য ভবনে আধিকারিক পদে একাধিক রদবদল হয়েছে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। তারপরে জুনিয়র চিকিৎসকেরা আন্দোলন তোলার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

ম্যানমেড বন্যা: মমতা

প্লাবিত এলাকা দেখে কাঠগড়ায় তুললেন ডিভিসিকে

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: অবিরাম নিম্নচাপের বৃষ্টির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে তাদের পাঞ্চেত ও মাইথন বাঁধ থেকে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়ে দেওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি অঞ্চল ব্যাপক বন্যার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে।
ডিভিসি থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হুগলির প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে হুগলির আরামবাগ ও পুরশুড়া এলাকাগুলোতে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। ডিভিসি থেকে প্রায় তিন লক্ষ কিউসেকের ওপরে জল ছাড়ার কারণে মুন্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ ভেঙে বেশ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এর ফলে বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এবং পরে পুরশুড়ার প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরশুড়ার ব্রিজের ওপর থেকে নদীর জলস্তর দেখার সময় তিনি বলেন, এই বন্যা “ম্যানমেড”, অর্থাৎ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, ডিভিসি পরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত জল ছেড়ে দিয়েছে, যার ফলস্বরূপ এই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্র ঝাড়খন্ডকে বাঁচাতে গিয়ে বাংলাকে ডুবিয়েছে। তিনি কেন্দ্রের এই বৈমাতৃসুলভ আচরণের নিন্দা করেন। সেখান থেকে তিনি সামন্ত রোড হয়ে আকরি শ্রীরামপুর গ্রামে যান এবং বন্যাদুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের দুর্দশার কথা শুনে তিনি স্থানীয় জেলাশাসককে ডেকে পাঠান এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন নির্দেশ দেন। বন্যার্তদের ত্রাণ সরবরাহ, উদ্ধার কাজ এবং ক্ষয়ক্ষতির নিরূপণের জন্য তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।
এই বন্যার মতো পরিস্থিতির কারণে ইতিমধ্যেই দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বৃষ্টির জেরে দেওয়াল ধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে, হুগলি জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের। সোমবার মুর্শিদাবাদে বন্যার জলে ভেসে যায় সাত বছরের এক মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করতে।
রাজ্যের অনেক নদীর জলস্তর বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিপদসীমা স্পর্শ করেছে। ঘাটাল-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো এলাকা ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রবল বৃষ্টির জেরে বীরভূমের লাভপুরে কুরে নদীর উপর বাঁধ ভেঙে ১৫টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বারকেশ্বর নদীর জলে জেলাগুলিতে বন্যা দেখা দেওয়ায় হুগলির বহু বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাড়ি ছেড়েছেন। বন্যায় বিস্তীর্ণ ফসল ভেসে গেছে। দামোদর নদের তীরবর্তী বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়া এমন কিছু অঞ্চল বন্যা পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে, ফলে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতায় বন্যা দেখা দিয়েছে। উদয়নারায়ণপুর এলাকায় নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের জন্য ত্রাণ শিবির ও উদ্ধার কাজ শুরু করেছে সরকার। প্রশাসন ‘ফ্লাড সেন্টার’ ক্যাম্প শুরু করেছে যেখানে শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, পানীয় জল এবং ওষুধ সরবরাহ করা হয়। উদ্ধারকাজের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা জেলায় কড়া সতর্কাবস্থায় রয়েছেন। আরামবাগ, হুগলির গোঘাটের মতো এলাকার পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। খানাকুলে রূপনারায়ণ নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বেড়িবাঁধের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। বুধবার সকালে পাঁশকুড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় একটি নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি জানান, এনডিআরএফের দুটি দল ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারের জন্য রওনা হয়েছে।

আশ শিফা হসপিটাল
ASHSHEEFA HOSPITAL
প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল
সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ
সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা
স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা
ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা
সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়
রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা
চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি
মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ
২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা
ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card
✆ 91237 21642 / 89360 01515

KALIACHAK BONNY CHILD SCHOOL
Estd : 2005 Class-LKG to VIII
BONNY CHILD MISSION
Estd : 2011 Class-III to XII
An Ideal Bengali Medium Residential & Non Residential Co-Educational School
Conducted by : Bonny Child Mission
MADHYAMIK HIGHEST MARKS-2024
Marks 665 (95%)

AAQIB AHSAN

বনি চাইল্ড মিশনের বৈশিষ্ট্য
- দিবারাত্রি হোস্টেলের ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগ ও সহায়তা করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- তৃতীয় থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী দ্বারা সু-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল গাড়ির সু-ব্যবস্থা রয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি সম্মত খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী, আরবী-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- মিশনটির অবস্থান মনোরম সবুজ ও শান্ত পরিবেশ যা ছাত্র-ছাত্রীদের মুগ্ধ করবে।
- Mini Indoor Games Complex এর ব্যবস্থা রয়েছে যা ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের একটি উচ্চমানের ব্যবস্থা।
- Co-Curricular Activities এর ওপরেও লক্ষ্য রাখা হয়।

১. পৃথক পৃথক Boy's হোস্টেল ও Girl's হোস্টেল এর ব্যবস্থা রয়েছে।
২. ২০২৫-২৬ বর্ষের উচ্চমাধ্যমিকের পঠন-পাঠনের জন্য একাদশ শ্রেণীর ভর্তি নেওয়া চলছে।

ADMISSION OPEN NOW
E-mail: bonnychildmission@gmail.com
Contact Office: Kalikapur Kaliachak, Malda, Pin-732201 (W.B)
Ph : 8768561466 / 7583902506

প্রথম নজর

অ্যাপে মিলবে দুর্গা পুজোর অনুমতি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অ্যাপের মাধ্যমে দুর্গা পুজোর অনুমতি পাবে ক্লাব গুলি। প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে অনলাইন মাধ্যমে আবেদন জানালে মিলবে পুজোর অনুমতি। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।
উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর সময় বিভিন্ন অনুমতির জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ছুটোছুটি করতে হয় ক্লাব কর্তাদের। এর আগে অনলাইনে আবেদন করা গেলেও, এবার সব ধরনের অনুমতি অনলাইনেই মিলবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি স্বল্প সময়ে অনুমতি মিলবে বলেও জানা গিয়েছে। এর জন্য 'ইজি ফেস্ট' নামক একটি পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে পূজো উদ্যোক্তাদের। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সেই পোর্টালের উদ্বোধন হল জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে।

বকেয়া চেয়ে বিডিওকে স্মারকলিপি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ২ নং ব্লক বিডিওকে স্বারকলিপি প্রদান করলো পূর্ব বর্ধমান জেলা এমজিএনরেগা ভেন্ডর এ্যাসোসিয়েশন। এদিন দুপুরে কুড়ি বাইশ জন ঠিকাদার গলসি ২ নং ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এরপর ব্লক আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন তারা। তাদের দাবি এমজিএনরেগা-র অধীনে নির্মাণ প্রকল্পের অর্থবর্ষে ২০২০-২১,২০২১-২২,২০২২-২৩ সালে সামগ্রী সরবরাহকারীদের ন্যায্য বকেয়া বিল অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। বকেয়া এই টাকা না পাওয়ার ফলে বেশ অসুবিধার মধ্যে আছে ঠিকাদাররা বলে জানিয়েছেন তারা। সংগঠনের জেলা সভাপতি মহঃ সরিফ মিঁয়া বলেন, গলসি ২ নং ব্লকে আমরা ডেপুটেশন দিলাম যাতে বকেয়া পাওনা টাকা আমরা পাই। আমাদের দাবি যদি না মানা হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করবো। বিডিও মৈত্রেয়ী ভৌমিক তাদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

মানাচরে বন্যা পরিস্থিতি দেখলেন মন্ত্রী

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের মানাচরে সরেজমিনে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। দুর্গাপুর ব্যারেজের ছাড়া জলে গতকাল থেকেই প্লাবিত বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের মানাচরের বিস্তীর্ণ এলাকা। বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মানাচরে হাজির হন মন্ত্রী। বন্যা কবলিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

২০ বছর ধরে শিকল বন্দি জীবন কাটাচ্ছে তিওরপাড়ার সফিকুল

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দীর্ঘ ২০ বছর ধরে শিকল বন্দি হয়ে জীবন কাটাচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর তিওরপাড়া এলাকার মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক সফিকুল আলম (৪০)। পরিবারে চরম আর্থিক অনটন। অর্থাভাবে যুবকের চিকিৎসা করাতে পারছেন না বৃদ্ধ বাবা। কার্যত বাধ্য হয়েই শিকল দিয়ে বাঁধতে হয়েছে যুবক কে। এই কথা জানতে পেরে বুধবার যুবকের বাড়িতে ছুটে যায় রাজ্যের যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান চৌধুরী। চিকিৎসার জন্য পরিবারের হাতে কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। সরকারিভাবে যাতে তার চিকিৎসা হয় তার জন্য ফোনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তিনি। চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায় সরকারিভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন
একটি ছোট টিনের ঘরের মধ্যে শিকল বাঁধা অবস্থায় রয়েছে সফিকুল। ঘরের দরজায় বসে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে পথ চলতি মানুষের দিকে। বন্দি দশা আর কতদিন?আরো কত বছর তাকে এইভাবে থাকতে হবে কোন উত্তর নেই পরিবারের লোকের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বাবা বুলমাজন বাড়িতে একটা ছোট পানের দোকান চালায়। সেখান থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনরকমে চলে সংসার। ছেলের চিকিৎসা করার মতো তার সামর্থ্য নেই। তাই বাড়িতে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে ছেলেকে। ২০ বছর ধরে এই ভাবে রয়েছে সে। বাবা বুলমাজন বলেন,আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে মারা গিয়েছে। ছোট ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন। আমি বাড়িতে ছোটখাটো একটি পানের দোকান চালায়। এক ছটাক জমি নেই। রাস্তার ধারে খাস জমিতে বসবাস করি। ছেলে জন্মের পর ভালো ছিল। ১৭ বছর বয়সে একদিন মাঠে গোরু চড়াতে গিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যায়। এর পরে চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বহরমপুরে মানসিক হাসপাতালে। ছ'মাসের মতো চিকিৎসাও চলে। কিন্তু টানাটানির সংসারে নিয়মিত চিকিৎসা করাতে পারিনি। কয়েকবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বিহার থেকে তাকে খুঁজে নিয়ে আসি। তার পর থেকেই শিকলে বেঁধে রেখেছি।

গভীর রাতে দ্বারকার নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত দুটি গ্রামের একাংশ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: গভীর রাতে দ্বারকা নদের মিরহাটি ও ঝাঁঝড়া গ্রামের কাছে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত পদমকান্দি ও ঝিল্লি পঞ্চায়েতের একাংশ। প্লাবিত হয়েছে, ভরত পুর, খড়গ্রাম, বড়ঞা তিনটি ব্লকের কয়েকটি মৌজার কৃষি জমি। দ্বারকার কাটা বাঁধ দিয়ে জল ঢুকে প্লাবিত কাদিগ্রাম। গতবছর বাঁধ ভেঙে গেলেও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ওই বাঁধের মেরামত করতে পারেনি সেচ দপ্তর। ব্রাহ্মণী নদীর যাদবপুরের নদী বাঁধে ফাটল। মেরামত করছে সেচ দপ্তর। দ্বারকা নদের জল ঘের বাঁধ ভেঙে খড়গ্রামের পারুলিয়া পঞ্চায়েতের পলাসি গ্রামে ঢুকেছে। শ্লুইস গেট ভেঙে কুয়ে নদীর জলে প্লাবিত মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার আঙারপুর গ্রামের একাংশ। জলমগ্ন হয়েছে ওই এলাকার কৃষিজমি থেকে প্রায় ২০০টি বাড়ি। পরে মেরামত শুরু করে সেচ দপ্তর। কুয়ে নদীর জলে প্লাবিত বড়ঞা থানার সোনাভারুই কয়থা মজলিশপুর ভড়োয়া ইত্যাদি এলাকা। জল উঠে ফারাক্কা হলদিয়া বাদশাহী সড়কের জলের তলায় মজলিশপুর এর কাছে । দুর্গত বাসিন্দারা গুড়ের কড়াইয়ে চেপে অথবা দলবেধে একে অপরকে ধরাধরি করে যাতায়াত করছেন। জলস্ফিতির জেরে মিশে গেল কুয়ে নদী ও ময়ূরাক্ষী নদী ভরতপুর থানার ইব্রাহিমপুরের কাছে। কুয়ে নদীতে তলিয়ে গেল এক ইটভাটার শ্রমিক। ভরতপুর থানার আঙারপুর গ্রামের কাছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বিপর্যয় কর্মিরা স্পিড বোড নিয়ে খোঁজ শুরু করলেও দুইদিন কেটে গিয়েছে। দেহ মেলেনি।

ডিভিসির জল ছাড়ায় বন্যাপ্রবণ পূর্ব বর্ধমান

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন:ঝাড়খণ্ডে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে তিন লক্ষ কিউসেকেরও বেশি জল ছাড়ায় পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ডি. ভি.সি জল ছাড়ার ফলে জামালপুরের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, পাশাপাশি খণ্ডঘোষ, রায়না এবং আরও অন্যান্য এলাকাতেও জল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ডি.ভি.সি জল ছাড়ার পর নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের সতর্ক করার জন্য জেলা প্রশাসন মাইকিংসহ অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গত রাতে দামোদর নদ থেকে দুইজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। নদী তীরবর্তী নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ত্রাণ শিবিরও খোলা হয়েছে। যদিও নিম্নচাপের প্রভাব নেই এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, তবু শুধুমাত্র ডি.ভি.সি-র জল ছাড়ার কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কৃষক সেতুর নিচ দিয়ে অতিরিক্ত জল প্রবাহিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন কেড়ে নিল

সুব্রত রায় ● সোদপুর

আপনজন" আরজিকর কান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল। আগেই তাকে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শোকজ করা হয়েছিল। যে নির্দিষ্ট সময় সীমা দেওয়া হয়েছিল তা অতিক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সন্দীপ ঘোষের পক্ষ থেকে সেই শোকজের কোন জবাব না দেওয়ায় বুধবার আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বাতিল করে দিল রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল। ইতিমধ্যে তাকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। প্রথমে আর্থিক দুর্নীতির ব্যয় গ্রেপ্তার করার পর সিবিআই আরজি করে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণকাণ্ডে তাকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে সন্দীপ ঘোষ এবং তালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মন্ডল দুজনেই রয়েছেন সিবিআই হেফাজতে। টালা থানার অতিরিক্ত ওসি পল্লব বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। টালা থানা ও আর জি কর ফাঁড়ির আরো ৮ জন অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সিবিআই। টালা থানার ধৃত ওসি অভিজিৎ মন্ডলের স্ত্রী সংগীতা মন্ডল কেও সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে দীর্ঘক্ষন জেরা করে সিবিআই। অন্যদিকে মঙ্গলবার শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক ও আর জি কর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায়ের বাড়ি ও নার্সিংহোমে টানা ২০ ঘন্টা তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর নথি নিয়ে গভীর রাত দুটো নাগাদ ফিরে যায় ইডি।

তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতিকে সরালেন ব্লক সভাপতি!

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: সম্প্রতি বাগদা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে তৃণমূল কংগ্রেসের মূল সংগঠনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বাগদা ব্লক সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সহ আরও অনেকেই। এবার খোদ সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইমরান হোসেনকে সাংগঠনিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ 'বাগদা মাইনোরিটি সেল' থেকে বহিষ্কার করল সংগঠনের বাগদা পূর্ব ব্লকের সভাপতি ইব্রাহিম মন্ডল, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বাগদা ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে 'বাগদা মাইনোরিটি সেল' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে । যেখানে সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন, যে গ্রুপে আছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক ও তৃণমূল নেত্রী বীনা মন্ডল, বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। চলতি বছরের শুরুতে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান ইমরান হোসেন, তারপরেই তাকে গ্রুপে যুক্ত করা হয়। হঠাৎ করেই মঙ্গলবার ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে জেলা সভাপতি ইমরান হোসেনকে বহিষ্কার করার অভিযোগ উঠেছে ব্লক সভাপতি ইব্রাহিম মন্ডলের বিরুদ্ধে, যা নিয়ে সংগঠনের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। তবে ইব্রাহিম মন্ডলের এই উদ্ধাত্ত্যপূর্ণ আচরণ কে ভালো চোখে নিচ্ছেন না দলীয় নেতৃত্বরা। এ বিষয়ে ইব্রাহিম মন্ডল অবশ্য কোনোরকম মন্তব্য করতে চাননি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান হোসেন বলেন, 'ব্যক্তিগত আক্রোশ হোক বা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থে হোক বা কারো প্ররোচনায় পা দিয়ে হোক 'বাগদা মাইনোরিটি সেল' হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে আমাকে রিমুভ করেছেন ইব্রাহিম মন্ডল । সেইসঙ্গে আমার নামকে উহ্য রেখে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনেছেন, যদিও সেসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । বিষয়টা আমি সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস কে জানিয়েছি।' তৃণমূলের শাখা সংগঠনের মধ্যে কোনোরকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব, প্রয়োজনে দল যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' এ বিষয়ে সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন, 'কি কারনে এমনটা ঘটেছে আমি জেনে দেখব।' পাশাপাশি সংগঠনের নেতা-কর্মীদের শৃঙ্খল পরায়ন হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন মোশারফ হোসেন।

স্কুলছুটদের স্কুলমুখী করতে বাড়িতে বাড়িতে হাজির প্রধান শিক্ষক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানো এবং প্রতিটি শিশু যাতে স্কুলমুখী হয় সেই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলেন শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি। এলাকার অধিকাংশ মানুষজন তপশিলী ও তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের। দিনআনা দিন খাওয়া পরিবার। সেই সমস্ত পরিবারের অনেক ছেলে মেয়ে স্কুলছুট। আবার অনেকেই স্কুলে যায়না। এলাকায় রয়েছে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত 'চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২০৩ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের সৌজন্যে সুন্দরবনের বুকে এই বিদ্যালয় অত্যাধুনিক মানের। স্কুলে তৈরী হয়েছে কিচেন গার্ডেন,বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা,রয়েছে ডিজিটাল কম্পিটার ক্লাস,স্বয়ংক্রিয় বেল,ইন্টারকম টেলিফোন সিস্টেম,ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র। এলাকার স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য কচিকাঁচাদের স্কুলমুখী করতে পাড়ায় পাড়ায় হাজির হলেন চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি। স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে হাজীর হয়ে তাদের কে স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নেন। আচমকা পাড়ায় পাড়ায় প্রধান শিক্ষক কে দেখে অনেক স্কুলছুট ছাত্র ছাত্রী ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে যায়। এমন কি তাদের পরিবার পরিজনেরাও। এমত অবস্থায় তাদের অসুবিধার কথা শুনে উপায় বাতলে দিয়ে স্কুলমুখী করার প্রয়াস জানান প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন।এমন অভিনব উদ্যোগ প্রসঙ্গে চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি জানান, ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রদ্ধেয় বর্ণপরিচয় এর রুপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে 'চলো স্কুলে যাই অভিযান' কর্মসূচি শুরু হয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

পথ দুর্ঘটনা রোধে রাস্তায় ব্যারিকেড

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পথ দুর্ঘটনা দৈনন্দিন বেড়ে চলেছে একপ্রকার বেপরোয়া গাড়ির দাপটে।সেই দাপট তথা গাড়ির গতিবেগ কমানোর লক্ষ্যে এবং দুর্ঘটনা রোধে এগিয়ে আসে জেলা পুলিশ।যদিও মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও জেলার প্রতিটি থানার ব্যাবস্থাপনায় নিয়মিত জেলা জুড়ে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। গাড়ি চালক সহ পথ চলতি মানুষদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।তবুও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেকের প্রাণহানি ঘটছে।রাস্তায় দু চাকা,চারচাকা সহ বিভিন্ন গাড়ির সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।পাশাপাশি আসন্ন দূর্গোৎসব উপলক্ষেও কেনাকাটার তাগিদে বাজার তথা পথের মধ্যে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে কিম্বা দিন কয়েক পরেই বেড়ে যাবে।তার আগে সাবধানতা অবলম্বন হিসেবে তথা দুর্ঘটনা রোধে খয়রাশোল থানার উদ্যোগে মন্দির,স্কুল সহ জনবহুল স্থান সংলগ্ন এলাকায় ব্যারিকেড দেওয়া হয় বুধবার। এদিন বর্ধমান জেলা পেরিয়ে ভীমগড় অজয় সেতু সংলগ্ন নাকা পয়েন্ট থেকে শুরু করে গীতা ভবন,পাঁচড়া মোড়, পাইগড়া, ঈদিলপুর পর্যন্ত।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে গলা কেটে খুন

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে রহস্য জনক মৃত্যু হলো এক পরিযায়ী শ্রমিকের। রহস্য জনক মৃত্যুর ঘটনাটি নলহাটি থানার পানিটা গ্রামের। বছর ৩০ শের মৃত শ্রমিকের নাম সোমনাথ দেবনাথ। পরিবার সূত্রে খবর গত দু'বছর আগে মহারাষ্ট্রের থানের কাপুরবাডি এলাকায় একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজে যোগদান করেছিলেন সোমনাথ দেবনাথ। মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে ৮ টা নাগাদ মুম্বাই পুলিশ ফোন করে জানান তাদের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। তার দেহ এবং মাথা আলাদা ভাবে উদ্ধার করা হয়েছে বলে পরিবারে খবর দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে থানে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে প্রশান্ত কাদাম নামে এক অভিযুক্ত। মৃতের দেহ সনাক্ত করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য পরিবারকে জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ বুধবার মৃতের ছোট ভাই সুকান্ত দেবনাথ তার দাদার দেহ সনাক্ত করে আনার মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এই হত্যার ঘটনায় এলাকায় এখন নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতের ছোট ভাই সুকান্ত দেবনাথ তিনি দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাত্রসায়েরে সভা ইমাম সংগঠনের

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের পশ্চিম পাড়া মসজিদে ১৮ ই সেপ্টেম্বর, সকাল ৮ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের পাত্রসায়ের ব্লকের এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হলো। উক্ত সভায় পাত্রসায়ের ব্লকের নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়।
পাত্রসায়ের ব্লক কমিটির নব নির্বাচিত সভাপতি,সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন যথাক্রমে ক্বারী জিয়াউদ্দিন, ক্বারী মুহিব্বুল্লাহ ও হাফেজ আব্দুল হালিম। সহ সভাপতি হাফিজ সদরে আলম এবং সহ সম্পাদক হয়েছেন মুফতি সাদ্দাম হোসেন। সভায় ছিলেন সোনামুখী ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক হাফেজ আশরাফ আলী,ইন্দাস ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সভাপতি কাজী সাহাবুদ্দিন, বাঁকুড়া -১,২ ও ছাতনা ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক মাওলানা আসাদুল্লাহ, ওন্দা ব্লকের সম্পাদক মাওলানা মঈনুদ্দিন, দুবরাজপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি আহসানুল্লাহ ও মাওলানা শাকির ।

হুগলি গ্রামীন পুলিশের সাইবার পাঠশালা

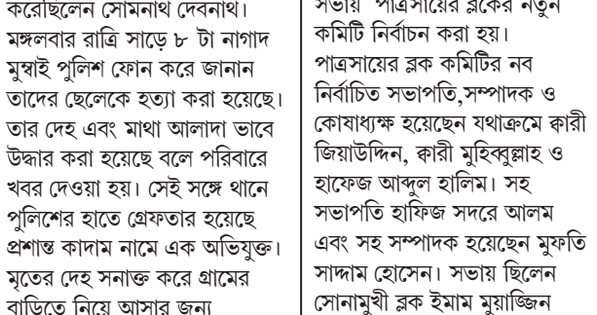

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: হুগলি গ্রামীন পুলিশের উদ্যোগে চন্ডীতলা থানার ব্যবস্থাপনায় তিন দিনব্যাপী বিদ্যাসাগর অডিটরিয়ামে শুরু হলো সাইবার পাঠশালা।এই সাইবার পাঠশালার উদ্বোধন করলেন চন্ডীতলার এসডিপিও তমাল সরকার। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ জয়ন্ত পাল, সাব ইন্সপেক্টর মউ হীরা সাইবার ক্রাইম, সিআই তারকেশ্বর প্রশান্ত চ্যাটার্জী, মৌসম চক্রবর্তী সাইবার ক্রাইম, সাব ইন্সপেক্টর সোমদেব পাত্র, রথীন্দ্রনাথ ঘোষ, কৌশিক পাল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অভিষেক দাস সহ একাধিক প্রশাসনিক ব্যক্তি। বর্তমান দৈনন্দিন যুগে সোশ্যাল মিডিয়া গ্রাস করেছে আমাদের সকলকেই ৮ থেকে ৮০ সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তি আর সেখানে ভুল ব্যবহারে বাঁধছে বিপত্তি আর সেই বিপত্তি আরো কয়েকগুণ বাড়ছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের।আর সেই বিপত্তি দূর করতে দেব-দূত এর মতন আবির্ভাব হল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সাইবার টিম। আজ হাতে-কলমে দেখানো হলো এবং শেখানো হল সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে নিরাপত্তার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

কলতানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি প্রতিবাদ সভায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী বিধানসভার গোপালপুর সমবায় ব্যাংকের সামনে বুধবার এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে তিলোত্তমা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কমরেড কলতান দাশগুপ্তের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করা হয়। এই প্রতিবাদ সভায় সিপিআইএমের রাজ্য যুব কমিটির সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বক্তারা তিলোত্তমার মতো মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সমাজে নারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এরকম নৃশংস অপরাধের বিচার দ্রুত না হলে সমাজে আইনের প্রতি আস্থা হারাবে সাধারণ মানুষ। তিলোত্তমা ধর্ষণ ও খুনের দোষীদের যেন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তার জোরালো দাবি জানানো হয়। এছাড়াও বক্তারা কমরেড কলতান দাশগুপ্তের মুক্তির বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। কমরেড দাশগুপ্তের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রতিবাদ সভায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সিপিআইএম কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সভা শেষে একটি মিছিল বের করা হয়, যা গোটা গোপালপুর এলাকা পরিক্রমা করে।

প্রথম নজর

হিজবুল্লাহর ঘাঁটি: পেজারের পর এবার ওয়াকিটকি বিস্ফোরণ, বহু হতাহতের শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: পেজার বিস্ফোরণে বহু হতাহতের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার লেবাননের বৈরুতজুড়ে হিজবুল্লাহর ঘাঁটিতে ওয়াকিটকি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। কতগুলো ওয়াকি-টকি বিস্ফোরিত হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে এতে বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার রাতে এ খবর জানিয়েছে টাইমস অব ইসরাইল।
সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, বৈরুতের দাহিয়েহ শহরতলীতে হিজবুল্লাহর ওয়াকি-টকি বিস্ফোরণের মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এটি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
এছাড়া এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজন নিহতের খবর জানিয়েছে টাইমস অব ইসরাইল। যদিও হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি।
এর আগে, মঙ্গলবার লেবাননে হিজবুল্লাহ সদস্যদের ব্যবহৃত হাজার হাজার পেজার (ওয়্যারলেস ডিভাইস) বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১২ জন নিহত এবং প্রায় তিন হাজার আহত হয়েছেন।
লেবাননের নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, কয়েক মাস আগে তাইওয়ানের কাছ থেকে ৫ হাজার পেজার বা 'বীপার' কিনেছিল হিজবুল্লাহ, যার ভেতর বিস্ফোরক স্থাপন করেছিল ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ।

নামিবিয়ায় খেলার সময় ডিপ ফ্রিজে আটকে পড়ে ৪ শিশুর করুণ মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ নামিবিয়ায় জামবেজি অঞ্চলে ডিপ ফ্রিজে আটকা পড়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। খেলার সময় দুর্ঘটনাবশত ওই শিশুরা ফ্রিজে আটকা পড়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
মৃত ওই চার শিশুর বয়স তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় গত সোমবার বিকেলে জামবেজির কাতিমা মুলিলো শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অব্যবহৃত ডিপ ফ্রিজারের মধ্য থেকে ওই শিশুদের উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর পার্শ্ববর্তী কাতিমা মুলিলো স্টেট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে চার শিশুর মধ্যে দুইজন ফ্রিজের মধ্যে মারা যায় এবং অন্য দুইজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
নামিবিয়ার পুলিশ দেশটির উত্তর-পূর্ব জামবেজি অঞ্চলে একটি পুরোনো খালি ফ্রিজারে চার শিশুর মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করছে। মৃত ওই চার শিশুর বয়স তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যে। পুলিশের ধারণা শিশুরা দুর্ঘটনাক্রমে খেলার সময় আটকে পড়ে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ফ্রিজের ভেতরে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুদের।
জামবেজির আঞ্চলিক পুলিশ কমান্ডারের বরাতে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ফ্রিজটিতে এমন একটি হুক ছিল যা শুধু বাইরে থেকেই খোলা যেত। ওই শিশুরা প্রায় দেড় ঘণ্টা এটির ভেতরে আটকে ছিল এবং সেখানে তাদের দম বন্ধ হয়ে যায়।
অব্যবহৃত ওই ফ্রিজটি মৃত শিশুদের কোনো একজনের পরিবারের। তবে সেটি বাড়ির বাইরে কেন রাখা হয়েছিল তা জানা যায়নি। এ ঘটনায় তদন্ত করছে পুলিশ।

লেবাননে 'পেজার' বিস্ফোরণে নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে পেজার বিস্ফোরণে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার ৭৫০ জন।
গত মঙ্গলবার দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিস্ফোরণ ঘটার খবর জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। পেজার নামক এই ছোট ডিভাইসটি সাধারণত হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে থাকেন।
সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই পেজার খুব একটা ব্যবহৃত না হলেও লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এই ডিভাইসটি ব্যাপক হারে ব্যবহার করত নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে। এই সিরিজ বিস্ফোরণের ঘটনায় ইসরায়েলের হাত আছে কি না তা এখনো জানা যায়নি। তবে এই হামলা হিজবুল্লাহর নিরাপত্তায় বড় ধরনের ধাক্কা।
প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটের দিকে বিস্ফোরণ শুরু হয়ে পরবর্তী প্রায় ১ ঘণ্টা সময় ধরে ডিভাইসগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে।
লেবাননের গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্র জানিয়েছে, লেবানন জুড়ে বিপুলসংখ্যক বেতার যোগাযোগ ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়েছে। বিশেষ করে বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে যেখানে হিজবুল্লাহর শক্ত অবস্থান আছে। যার ফলে বিপুলসংখ্যক লোক আহত হয়েছে। তবে সূত্রটি ঠিক কতটি পেজার বিস্ফোরিত হয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারেনি।
এই বিস্ফোরণের ঘটনার পর লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ক্রাইসিস অপারেশন সেন্টার জরুরি ভিত্তিতে বিপুলসংখ্যক আহতদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব চিকিৎসাকর্মীর ছুটি বাতিল করেছে এবং তাদের নিজ নিজ হাসপাতালে যেতে বলেছে। একই সঙ্গে তাদের পেজার ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে বলেছে।

লেবাননে যেভাবে একসঙ্গে হাজার হাজার ডিভাইসে বিস্ফোরণ ঘটাল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: কয়েক মাস আগে তাইওয়ানের একটি কোম্পানির কাছে ৫ হাজার পেজার তৈরির অর্ডার দিয়েছিল লেবানিজ সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। সে অনুযায়ী এগুলো তৈরিও করে দেয় দেশটি। তবে তাদের কাছে সরবরাহ করার আগেই এসব পেজারে গোপনে সামান্য পরিমাণে বিস্ফোরক বসিয়ে দেয় ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। একাধিক নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।
মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) লেবাননজুড়ে পেজার বিস্ফোরণে এক শিশুসহ নয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২ হাজার ৭৫০ জন। আহতদের মধ্যে বহু হিজবুল্লাহ যোদ্ধা এবং লেবাননে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূতও রয়েছেন। এ বিস্ফোরণকে হিজবুল্লাহর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নজিরবিহীন ফাঁক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ভয়াবহ এই হামলার জন্য চিরশত্রু ইসরায়েলকে দায়ী করেছে হিজবুল্লাহ। এই হামলার জন্য তাদের সমুচিত জবাব দেয়া হবে বলেও জানিয়েছে ইরানপন্থী গোষ্ঠীটি। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। কিন্তু কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, বহু মাস ধরে গোপনে এই পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েল।
লেবানিজ শীর্ষ নিরাপত্তা সূত্র জানায়, তাইওয়ানের গোল্ড অ্যাপোলো কোম্পানির তৈরি ৫ হাজার পেজার অর্ডার দেয় হিজবুল্লাহ। এসব পেজার এ বছরের শুরুতে লেবাননে আনা হয়।
এদিকে, তাইওয়ানভিত্তিক পেজার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গোল্ড অ্যাপোলো দাবি করেছে পেজারগুলো তাইওয়ানে বানানো হয়নি। ব্র্যান্ড হিসেবে পেজারে কোম্পানির নাম স্টিকারে উল্লেখ থাকলেও তা ইউরোপে তৈরি করা হয়েছে।
জানা গেছে, পেজারের মডেল এপি৯২৪-এর ছবি শনাক্ত করে জানায় এই পেজারগুলো অন্যান্য পেজারের মতো টেক্সট বার্তা গ্রহণ করে এবং প্রদর্শন করতে পারে। তবে ফোন কল করতে পারে না। ইসরায়েল যেন অবস্থান শনাক্ত (লোকেশন ট্র্যাকিং) করতে না পারে, সে জন্য যোগাযোগের একটি নিম্ন প্রযুক্তির মাধ্যম হিসেবে এ ধরনের পেজার ব্যবহার করছিল হিজবুল্লাহ। কিন্তু ডিভাইসগুলো একদম 'উৎপাদন পর্যায়ে' (প্রোডাকশন লেভেল) পরিবর্তন করে দিয়েছিল ইসরায়েলি গুপ্তচরেরা।
সূত্রটি রয়টার্সকে জানায়, মোসাদ পেজারগুলোর ভেতরে এমন একটি বোর্ড বসিয়ে দেয়, যাতে বিস্ফোরক উপাদান ছিল এবং সেটি একটি কোড গ্রহণ করতে পারতো। এটি শনাক্ত করা খুব কঠিন ছিল। এমনকি কোনো ডিভাইস বা স্ক্যানার দিয়েও তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।
সূত্রটি বলেছে, একটি কোডেড বার্তা পাওয়ার পরপরই প্রায় তিন হাজার পেজার বিস্ফোরিত হয়।
আরেকটি নিরাপত্তা সূত্র জানায়, প্রতিটি পেজারে প্রায় তিন গ্রাম বিস্ফোরক ছিল এবং হিজবুল্লাহ এটি মাসের পর মাস ধরে শনাক্ত করতে পারেনি।
যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, হিজবুল্লাহর কয়েকজন যোদ্ধা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের আগে তাদের পেজারগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপরই ডিভাইসগুলো সারাদেশে বিস্ফোরিত হওয়া শুরু করে।
সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে লেবানের একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, ডিভাইসগুলোতে যে বিস্ফোরক স্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর ওজন ২০ গ্রামের মতো। আর যেসব পেজার বিস্ফোরিত হয়েছে সেগুলো পাঁচ মাস আগে লেবাননে যায়। দূর থেকে কীভাবে এসব ডিভাইসে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো সেটি তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সূত্রটি।
লেবাননে যাওয়ার আগে এ ডিভাইসগুলো মোসাদের হাতে এসেছিল। এরপর সেগুলো তারা লেবাননে পাঠায়। কিন্তু এরমধ্যে তারা ডিভাইসটির ব্যাটারির উপর অত্যন্ত উচ্চ বিস্ফোরক পিইটিএন স্থাপন করে দেয়। এরপর দূর থেকে ব্যাটারির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ডিভাইগুলোতে গতকাল মঙ্গলবার বিস্ফোরণ ঘটায়।
ফোনের চেয়ে ছোট ডিভাইসটি কী?
পেজার হলো একটি তারবিহীন যোগাযোগের ডিভাইস।
এটি দিয়ে বার্তা আদানপ্রদান করা যায়। এতে লাগে না কোনো ইন্টারনেট।
মোবাইল ফোন সহজলভ্য হওয়ার আগে পেজার ব্যবহারের চল ছিল। তখন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যখাতে এটির ব্যবহার দেখা যেত।
পেজার দুই ধরনের হয়। একটির মাধ্যমে শুধুমাত্র বার্তা পাওয়া যায়। আরেকটির মাধ্যমে বার্তা পাওয়া এবং পাঠানো দুটোই করা যায়।
২০০০ সালের পর মোবাইল ফোনে বাজায় সয়লাব হয়ে যাওয়ার পর পেজারের ব্যবহার একেবারেই নাই হয়ে যায়।

ব্রিটেনে বায়োমেট্রিক কার্ড বাতিল করে শুরু হচ্ছে ই-ভিসা সিস্টেম

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে প্রতিনিয়ত মাইগ্রেশন পলিসি কিংবা ভিসা সিস্টেম পরিবর্তন করা হচ্ছে। এবার লাখ লাখ অভিবাসীকে একটি নতুন ই-ভিসা স্কিমের জন্য নিবন্ধন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। নতুন ডিজিটাল ভিসা যুক্তরাজ্যের বর্ডার এবং মাইগ্রেশন সিস্টেমকে ডিজিটাল করতে সরকারের একটি পরিকল্পনার অংশ। তবে ক্যাম্পেইনাররা বলছেন, এই স্কিম নতুন একটি ডিজিটাল উইন্ডরাশ স্ক্যাম তৈরি করতে পারে।
জানা গেছে, এই স্কিমটি এই বছরের শেষের দিকে চালু করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে ফিজিক্যাল বায়োমেট্রিক সিস্টেম যেমন রেসিডেন্স, ভাড়া, কাজ এবং বেনিফিট প্রভৃতিকে রিপ্লেস করা হবে। বুধবার ওপেন রাইটস গ্রুপ একটি নতুন প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলছে, ই-ভিসার ডিজাইন, রোলআউট এবং বাস্তবায়নের ত্রুটির কারণে যুক্তরাজ্যে থাকার অধিকার থাকা মানুষেরা এটি প্রমাণ করতে পারবে না। বিশেষজ্ঞরা কার্যকর হওয়ার আগে এই স্কিমটি বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
হোম অফিস ই ভিসা সিস্টেম চালুর ঘোষণা দেওয়ার পর ওপেন রাইটস গ্রুপ তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওপেন রাইটসের কর্মকর্তারা বলছেন, তারা হোম অফিস কন্ট্রাক্টর মাইগ্রেন্ট হেল্প সহ বিভিন্ন সংস্থাকে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা প্রদান করছে। এতে যেসব মানুষ ই-ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবে না তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হবে। অনেক ফিজিক্যাল মাইগ্রেশন নথি যেমন বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট বা বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স কার্ড থাকা ব্যক্তিদের মাইগ্রেশন রাইটস প্রমাণ করে ই-ভিসায় রিপ্লেস করতে হবে। জানা গেছে, যুক্তরাজ্যে দুই লাখ মানুষের সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে যে তারা ই-ভিসা সিস্টেমে এপ্লাই করতে পারবে না। ফলে এসব মানুষ আরেকটি উইন্ডরাশ স্ক্যামের শিকার হতে পারে।
ওপেন রাইটস গ্রুপের মাইগ্রেশন ডিজিটাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার সারা আলশেরিফ বলেছেন, ই-ভিসা স্কিমটি আরেকটি ব্যর্থ সরকারি আইটি প্রকল্প হতে যাচ্ছে। এতে যুক্তরাজ্যের হাজার হাজার মানুষের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। ই ভিসা আবেদনের সময়সীমা মাত্র কয়েক মাস বাকি আছে। আমরা নতুন হোম সেক্রেটারিকে আগামী বছরের একটি সম্ভাব্য ডিজিটাল উইন্ডরাশ কেলেঙ্কারি প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

দুর্ভিক্ষ এড়াতে ২০০ হাতি নিধনের সিদ্ধান্ত জিম্বাবুয়ের

আপনজন ডেস্ক: ব্যাপক খরার কারণে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় জিম্বাবুয়েতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। দেশটিতে চরম খাদ্য সংকটে রয়েছে লাখো মানুষ। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুধার্তদের খাদ্যের জন্য ২০০টি হাতি নিধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় এই দেশটির সরকার।
জিম্বাবুয়ের সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তিনাশে ফারাও রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, ১৯৮৮ সালের পর এই প্রথম হাতি নিধনের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। চারটি জেলায় চলবে হাতি নিধন। জেলাগুলো হলো হাওয়াঙ্গে, এমবিরে, তিশোলোৎশো এবং শিরেদজি। কী পদ্ধতিতে এই হাতিদের হত্যা করা যেতে পারে, তা নির্ধারণে বর্তমানে আলোচনা চলছে।
নিধনের পর এসব হাতির মাংস খরা উপদ্রুত বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনাশে ফারাও।
আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় ৫ প্রতিবেশী দেশ জিম্বাবুয়ে, জাম্বিয়া, বতসোয়ানা, অ্যাঙ্গোলা এবং নামিবিয়ার সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোতে ২ লাখেরও বেশি হাতি বসবাস করে। এসব দেশের মধ্যে জিম্বাবুয়েতে হাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ফারও বলেন, জিম্বাবুয়েতে যত সংরক্ষিত বনাঞ্চল রয়েছে, সেসবের সবগুলোর সম্মিলিতভাবে ৫৫ হাজার হাতির খাদ্য ও বিচরণের জন্য উপযোগী। কিন্তু এদিকে আমাদের দেশে হাতির সংখ্যা বর্তমানে ৮৪ হাজার। খরার কারণে বনের অনেক এলাকায় গাছ-পালা, লতা-পাতা ধ্বংস হয়েছে। ফলে হাতিরও খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

মিয়ানমারে বেসামরিক লোকদের হত্যা-নির্যাতন বাড়িয়েছে সেনাবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: বিরুদ্ধমত দমনে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী বেসামরিক লোকদের হত্যা ও নির্যাতন বাড়িয়ে দিয়েছে। তিন বছর আগে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতার করেছে তারা। সম্প্রতি জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে দেশটির সামরিক বাহিনী। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নিতে রাজপথে নেমে আসে সাধারণ মানুষ। তবে এই বিক্ষোভের জবাব সরকার দেয় ভয়ানক সহিংসতার মাধ্যমে। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ এক সময়ে রূপ নেয় সশস্ত্র বিদ্রোহে, যার প্রভাবে এখনও বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে চলছে সশস্ত্র লড়াই। গত ফেব্রুয়ারিতে দেশটির সরকার নতুন সৈন্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে নাগরিকদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক করে। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক জানান, সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটিতে পাঁচ হাজার ৩৫০ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে সেনাবাহিনী। কয়েকশ ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর দূর থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয় সেখানে তদন্তকারীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সংঘাতে যে প্রাণহানি হয়েছে, তার মধ্যে দুই হাজার ৪১৪ জন মারা গেছে গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত।
প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাণহানির এই সংখ্যা এর আগের প্রতিবেদনের চাইতে ৫০ শতাংশেরও বেশি। শত শত মানুষ দেশটিতে বিমান হামলা ও কামানের গোলায় মারা গেছে।
এ বিষয়ে জাতিসংঘের অধিকার বিষয়ক অফিসের মিয়ানমার টিমের প্রধান জেমস রোডহাভের বলেন, মানবাধিকার ইস্যুতে মিয়ানমার অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। জেনেভায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে রোডহাভের আরো বলেন, আইন ব্যবস্থাকে নিজেদের পক্ষে এনে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এই সংকট তৈরি করেছে। দেশ পরিচালনার প্রতি ক্ষেত্রে করা হয়েছে দুর্বৃত্তায়ন। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৪০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তারা এখনও সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪১ মি.

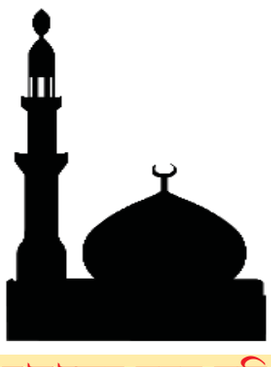

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৪	৫.২৪
যোহর	১১.৩৫	
আসর	৩.৫৪	
মাগরিব	৫.৪১	
এশা	৬.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

মধ্য ইউরোপে বন্যায় নিহত ২১

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ বন্যায় মধ্য ইউরোপের অন্তত এক ডজন শহরের বড় অংশই পানিতে ডুবে গেছে। এখন পর্যন্ত অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে বন্যায়।
পোল্যান্ডের নেস শহরের সুরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন স্বেচ্ছাসেবীরা। বন্যায় আক্রান্ত ইউরোপের আর ১০টি শহরের মতো এই শহরের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলে খবরে জানা গেছে, বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি পোল্যান্ডের নেস শহরে। নদীর পানি উপচে শহরের আবাসিক এলাকাগুলো তলিয়ে গেছে।

রুশ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের ওপর ফেসবুকের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ফেসবুকের মালিক প্রতিষ্ঠান মেটা।
গণমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ আনা হয়েছে। শিগগিরই এই নির্দেশনা কার্যকর হবে।
মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সতর্কমূলক বিবেচনার পর আমরা রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে এই নির্দেশনা দিয়েছি। বিদেশি হস্তক্ষেপসহ নানা কার্যকলাপের জন্য বিশ্বব্যাপী আমাদের অ্যাপে আরটিসহ অন্যান্য মাধ্যম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে আরটি কর্তৃপক্ষ। আরটির নিউজ বুলেটিনে বলা হয়েছে, আরটি কর্তৃপক্ষ এবং রাশিয়া সামগ্রিকভাবে গত কয়েক দিনে এ নিয়ে ব্যাপকভাবে আসা অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছে।
ওয়াশিংটনে রুশ দূতাবাস এবং স্পুটনিক নিউজ এজেন্সির মালিক রসিয়া সেগোদনিয়া এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি।
এরআগে ১৪ সেপ্টম্বর রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম আরটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় আমেরিকা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ওই নির্দেশনা দেন। একই সঙ্গে আরটিকে 'রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার প্রকৃত হাত' বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সুদানে মহামারীর উচ্চ ঝুঁকিতে ৩৪ লাখ শিশু: ইউনিসেফ

আপনজন ডেস্ক: সুদানে পাঁচ বছরের কম বয়সী অন্তত ৩৪ লাখ শিশু মারাত্মক মহামারী রোগের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সুদানে ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট জানান, ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে কলেরা, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু জ্বর, হাম ও রুবেলার মতো রোগ আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং আক্রান্ত রাজ্য ও এর বাইরে শিশুদের অবস্থা মারাত্মকভাবে খারাপ হতে পারে।
তিনি আরো বলেন, চলমান অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে টিকাদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া এবং স্বাস্থ্য, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি অবকাঠামো ধ্বংসের কারণে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সুদানের অনেক শিশুর পুষ্টির অবস্থার অবনতি তাদের আরো বেশি ঝুঁকিতে ফেলেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ইউনিসেফ গত ৯ সেপ্টেম্বর সুদানে ৪ লাখ ৪ হাজার ডোজ ওরাল কলেরা টিকা সরবরাহ করে। অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাতের কারণে সুদানে টিকা দেয়া ৮৫ শতাংশ থেকে প্রায় ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। এতে বলা হয়, সঙ্ঘাতপূর্ণ এলাকাগুলোর ৭০ শতাংশের বেশি হাসপাতালেই কার্যকম বন্ধ রাখতে হয়েছে। কয়েক মাস ধরে বেতনও পাচ্ছেন না স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা।
গত বছরের এপ্রিলে সুদানের সশস্ত্র বাহিনী এসএএফ এবং র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের মধ্যে লড়াই শুরুর পর থেকে কমপক্ষে ১৬ হাজার ৬৫০ জন মারা গেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৫৫ সংখ্যা, ৩ আশ্বিন ১৪৩১, ১৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

চোখ থাকিতেও অন্ধ!

মধ্যযুগে বিশ্বময় স্লোগান ছিল–'কিং ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অব জাস্টিজ'। অর্থাত্ সেই যুগে শাসকের কথাই ছিল 'শেষ কথা'। ইহার পর সময় যতই গড়াইতে থাকে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রাজার যে কোনো আদেশ-নিষেধই 'আইন' হিসাবে শিরোধার্য হইয়া উঠে। এমন একটি প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার মাটিতে দাঁড়াইয়া একটি চমকপ্রদ কথা বলিয়াছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক থমাস পেইন। তাহার ভাষায়, 'ইন আমেরিকা দ্য ল ইজ কিং'। এই কথার সহজ বাংলা হইল, আমেরিকা পরিচালিত হয় আইনের মাধ্যমে। আইনই এইখানে রাজা ও সর্বেসর্বা। ইহার জলজ্যান্ত উদাহরণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পুত্র হান্টার বাইডেনের সম্প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর আইনের প্রতি বাইডেনের শ্রদ্ধা বজায় রাখিবার অঙ্গীকার। আদালতের রায়ের পর বাইডেন দ্ব্যর্থহীনচিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে...কিন্তু মামলায় আমার ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জুরি বোর্ডের দেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি আমি শ্রদ্ধা বজায় রাখিব।' এমনকি মামলা চলাকালীন সময়েও বাইডেনকে একাধিক বার বলিতে দেখা গিয়াছে, হান্টার দোষী সাব্যস্ত হইলেও তিনি তাহার ক্ষমতাবলে ছেলের সাজা মওকুফ করিবেন না।

আইনের শাসনের প্রতি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এহেন দৃঢ়চেতা মনোভাব ও শ্রদ্ধা আজ থেকে প্রায় আড়াই শত বত্সর পূর্বেকার পেইনের কথাকেই যেন স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু আমেরিকা নহে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বা উন্নত বিশ্বে আইনের শাসনই রাষ্ট্রের মূল আদর্শ হিসাবে বিবেচিত ও কার্যকর। 'আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান' বলিয়া যে একটি কথা আছে, তাহা যেন কেবল উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অনেকে এই কথায় আপত্তি জানাইতে পারেন; কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে আইনের শাসনের প্রতি যেইরূপ অবহেলা, অবজ্ঞার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এমন মন্তব্য অবান্তর নহে। আইনের শাসনের প্রশ্নে উন্নয়নশীল বিশ্বে সচরাচর আমরা কী দেখিতে পাই? এই সকল দেশে আইনের শাসনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তথা ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে আইনের চোখে সকলের সমতার কথা মুখে বলা হইলেও এইখানকার বাস্তব চিত্র বলে ভিন্ন কথা। উপরন্তু, গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত আইনের শাসন এইখানে ক্রমাবনতির পথে। এই সকল ভূখণ্ডের সরকারগুলির আচরণ ও কর্মকাণ্ডে প্রতীয়মান, এইখানে আইনের শাসন চলে না, বরং যাহা চলে তাহা হইল, 'আইন দ্বারা শাসন'! গণতন্ত্র বা আইনের শাসনের অন্যতম স্তম্ভ হইল 'নির্বাচন'; কিন্তু নির্বাচনের সময় এই সকল দেশে খোদ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ। ভোটের সময় পুলিশ, প্রশাসন এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগকে দেখা যায় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করিতে। তাই উন্নয়নশীল বিশ্বে আইনের শাসনের কথা বলা রসিকতার নামান্তর। আইনের শাসন না থাকিলে একটি সময়ে আসিয়া রাষ্ট্র অরাজকতার চরম পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে, দেশ ও জাতি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যাইতে পারে। মূলত এই কারণেই উন্নত বিশ্ব সর্বাগ্রে রপ্ত করিয়াছে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ সমুন্নত করিবার বিষয়টি। অবশ্য এই মূল্যবোধ রাতারাতি গড়িয়া উঠে নাই। বরং ইহা দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফসল। আধুনিক যুগের সহিত তুলনীয় না হইলেও আইনের উত্স ও সভ্য জগত্ বলিতে সেই খ্রিষ্টপূর্ব যুগের গ্রিস বা অ্যাথেন্স নগর-রাষ্ট্রকেই সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। উপরন্তু হাজার হাজার বত্সর পরে আসিয়া আজিকার দিনেও যথার্থই বলা হয়, 'গ্রিসে আর যাহাই হউক না কেন, আইনের শাসনই এখনো সেই সমাজের মূল ভিত্তি'। আইনের শাসন কতটা আদর্শ ও অনুকরণীয়, তাহা বুঝিতে মহামতি সক্রেটিসের কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি। সক্রেটিসের তথাকথিত বিচার ও প্রাণদণ্ড কার্যকর করিবার পর অভিযোগকারীরা অবাক হইয়াছিল এই কারণে যে, তাহাকে পালাইয়া যাওয়ার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি পালাইয়া গেলেন না, বরঞ্চ ইচ্ছা করিয়াই মামলার সম্মুখীন হইলেন! উল্লেখ্য, সেই যুগে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের নির্বাসনে পাঠানো হইত; কিন্তু সক্রেটিস স্বেচ্ছায় আইন ও বিচারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আইনের নিকট হইতে পালাইয়া যান নাই। দেশের বিদ্যমান আইনের শাসনকে কতটা গুরুত্ব দিয়া দেখা উচিত, তাহা বুঝাইতে এই ঘটনা রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যুগের পর যুগ; কিন্তু আফসোস, উন্নয়নশীল বিশ্বের ইহা যেন চোখেই পড়ে না! কেননা তাহারা চোখ থাকিতেও অন্ধ!

জাতি গণনা ও জনগণনার গুরুত্ব

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় ও জনবহুল দেশে জাতি এবং জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ। যা নিয়ে দেশ ব্যাপী একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই গণনা প্রক্রিয়া শুধুমাত্র জনসংখ্যার প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে না, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর নির্ভুল বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হয়। তাই দেশের বিশেষ একটি গ্রুপ সার্ভে করে, তাতে ৭৪% মানুষ জাতি গণনার পক্ষে মত দেন। লিখেছেন **পাশারুল আলম...**

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় ও জনবহুল দেশে জাতি এবং জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ। যা নিয়ে দেশ ব্যাপী একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই গণনা প্রক্রিয়া শুধুমাত্র জনসংখ্যার প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে না, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর নির্ভুল বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হয়। তাই দেশের বিশেষ একটি গ্রুপ সার্ভে করে, তাতে ৭৪% মানুষ জাতি গণনার পক্ষে মত দেন। জাতি ভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গসহ প্রতিটি রাজ্যে, কেন্দ্রীয় স্তরে জাতিগত বৈষম্য নির্ধারণ করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী যেমন: তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নতির পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে জনগণনার সঙ্গে জাতি গণনা একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। ১৯১১ সালের পর এই জাতি গণনা হয়নি। সেই পুরোনো হিসেব ধরে আজও চলছে দেশ। এর মধ্যে দেশ ভাগ হয়েছে। দেশভাগের ফলে উভয় দেশের নাগরিক এদেশ থেকে ওদেশে গেছে ওদেশ থেকে এ দেশে এসেছে। পাশাপাশি জন্মবৃদ্ধি বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই একশ বছরের পুরনো হিসাব ধরে আর যাই হোক জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমরা জানি প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনার নিয়ম থাকলেও করোণা মহামারীতে ২০২১ সালে জনগণনা হয়নি। যা এবার শুরু হতে চলেছে।

তবে জাতি ভিত্তিক জন গণনা (caste-based census) নিয়ে বিতর্ক ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিতর্কের মূল কারণ হলো জাতি ভিত্তিক গণনার প্রভাব ও ব্যবহার নিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বন। এই মতাবলম্বন সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উপরে ভিত্তি করে। উভয় পক্ষের যুক্তি নিজের নিজের যুক্তি উপস্থাপন করে চলেছেন।

যে সমস্ত মানুষ ও রাজনৈতিক দল জাতি ভিত্তিক জনগণনা চাইছেন তাদের যুক্তি হল:

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন: জাতি ভিত্তিক গণনা সরকারের জন্য সুবিধা জনক উপায়। বঞ্চিত, অনগ্রসর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য এটি জরুরি। এর মাধ্যমে বৈষম্য দূর করতে কার্যকর নীতি গ্রহণ করা সম্ভব।

সংরক্ষণের পুনর্বিবেচনা: অনেক দল মনে করে, বর্তমান সংরক্ষণ নীতিতে বৈষম্য রয়েছে এবং এই গণনা দ্বারা প্রকৃত সংখ্যা বোঝা গেলে সংরক্ষণ ব্যবস্থায় আরও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।ইংরেজ আমল থেকে আজকের আমাদের দেশ বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে তাই পুরনো হিসেব ধরে উন্নয়নের বা সংরক্ষণের পরিমাপ করা সঠিক নয় বলে অনেকেই মনে করেন।

সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন: সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃত চিত্র উপলব্ধি করে, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার করার জন্য জাতি গণনার মাধ্যমেই সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। তাই এটি অতি গুরুত্বপুর্ন বিষয়। এই জাতি গণনাকে এড়িয়ে জন গণনা অসম্পূর্ণ একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করবে।

রাজনৈতিক শক্তি: জাতিগত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা জানা গেলে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীগুলো তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও শক্তি পুনঃস্থাপন করতে পারবে। নিজস্ব জনজাতির হিসেব না থাকায় যে সমস্ত জনজাতি সমাজে অনাদিকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তা চিরকাল থেকেই যাবে। তাই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাধিকার অর্জনে জাতির গণনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

জাতি ভিত্তিক জন গণনার বিপক্ষে যারা বলেন, তারা মনে করেন-

জাতি ভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি হবে: সমালোচকরা মনে করেন, জাতি ভিত্তিক জন গণনা সমাজে আরও জাতিভিত্তিক বিভাজন এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, যা ঐক্যের বিপরীতে কাজ করবে।

জাতিগত রাজনীতির শ্রীবৃদ্ধি হবে: এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো জাতি ভিত্তিক সমর্থন আদায়ে আগ্রহী হয়ে ওঠতে পারে, যা জাতিগত উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে পারে এবং সাধারণ রাজনৈতিক বিষয়গুলো জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতে পারে।

কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি থেকে বিভ্রান্তি হবে: জাতিগত ভিত্তিতে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করা হলে বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সমাজের মূল চাহিদাগুলি বাদ পড়ে যেতে পারে।

আনুষ্ঠানিক জটিলতা ও খরচ: জাতিগত গণনা পরিচালনা করা একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞ যা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হতে পারে।

এই বিতর্ক ও যুক্তি সমাজে চলমান। বৈষম্য ও উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে জাতির অবস্থান কীভাবে দেখা উচিত, সে বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক।

নির্মম হলেও সত্যি আমরা যারা ভারতবর্ষের নাগরিক, আমরা বুঝি, আমাদের দেশে যে জাত ব্যবস্থা হাজার হাজার বছর ধরে সমাজে চলমান। এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য বহু মনীষী চেষ্টা করেছেন কিন্তু এর শিখর এত গভীরে যে, একে নির্মূল করা কঠিন একটি কাজ। কেননা, এই ব্যবস্থাকে ধর্মীয় আবরণ দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে এর এতটাই প্রভাব যে, ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ও সমাজ এই ব্যবস্থাকে নিয়ে অন্য ধর্মেও বয়ে নিয়ে চলেছে। তাই একথা বলা সঠিক হবে না যে, শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মে এই ব্যবস্থা প্রতীয়মান। দেশের অন্যান্য ধর্মেও তা বিরাজমান। এর ফলে একশ্রেণীর মানুষ সমাজের মূল ক্রিম খেয়ে যাচ্ছেন আর একশ্রেণীর মানুষ অনাদিকাল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই জাতি গণনা প্রক্রিয়া মাধ্যমে যদি সমাজ ও দেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে যে উপকারিতা আমরা দেখতে পাবো তা নিম্নরূপ।

জাতি ভিত্তিক জনগণনার উপকারিতা সমূহ:

১. রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে জাতি ভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে সঠিক পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা গ্রহণের সহজ রাস্তা উন্মোচিত হবে। জাতি গণনার মাধ্যমে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হয়, যা দেশের বিভিন্ন অংশে কতজন মানুষ পিছিয়ে আছে, কতজন উন্নতির পথে রয়েছে এবং কতজন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত, সেই তথ্যগুলি সরকারের হাতে তুলে দেয়। ফলে সরকার সহজেই কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্য উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ নিতে পারে।

২. সরকারি চাকরিতে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব জনগণনা ও জাতি ভিত্তিক গণনা করা হলে সরকারি চাকরিতে এসসি, এসটি ও ওবিসি শ্রেণীর মানুষের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যাবে। বর্তমানে এই শ্রেণী গুলির অনেকেই সরকারি চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জাতি ভিত্তিক তথ্য প্রদান করলে সরকারের জন্য এই শ্রেণী গুলির প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা আরও সহজ হবে।

৩. **সামাজিক সমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা:**

এসসি, এসটি এবং ওবিসি শ্রেণীর মানুষকে বহুদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। জাতি ভিত্তিক জনগণনা এই বৈষম্য নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়গুলির সঠিক পরিসংখ্যান ও পরিস্থিতি জানা গেলে, তাদের উন্নয়নে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে সমাজে সমতা ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. নীতিনির্ধারণে সহায়ক

সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণনার ভূমিকা অপরিসীম। এর মাধ্যমে সরকারের পক্ষে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কী ধরনের প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করা সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। পিছিয়ে পড়া জনজাতি গুলির প্রতিনিধি যদি পরিকল্পনার মূল জায়গায় উপস্থিত থাকে, তাহলে সেই জনজাতির মূল সমস্যাগুলোকে রাষ্ট্রের কাছে উপস্থাপন করতে পারবে।

৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির দিশা:**

জাতি ভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। ফলে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এই শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আমাদের দেশ চিরায়ত একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ও মানদণ্ড ধরে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য একশ্রেণীর মানুষ প্রতিনিয়তই উন্নতি করেছে আর এক শ্রেণীর মানুষ পেছনে পড়ে রয়েছে।

৬. **রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ:**

জনগণনা ও জাতি ভিত্তিক গণনার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রকৃত জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া গেলে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ বাড়ে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের সংখ্যানুপাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও মজবুত ও কার্যকরী করে তোলে। সামাজিক প্রতিষ্ঠার ফলে বিশেষ একটি শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার যে প্রবণতা তা হ্রাস পাবে।

উপসংহার

জাতি ভিত্তিক জনগণনা পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের প্রতিটি রাজ্যে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করে তাদের উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। সরকারি চাকরি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলি জনগণের প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে বিভাজন করা গেলে, সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচারের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই, জাতি ভিত্তিক জনগণনার দাবি শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়, এটি যেমন সময়োপযোগী তেমনি প্রয়োজনও বটে। এই প্রয়োজনীয়তা কথা ভেবে আজকের দিনে এই দাবি জোরদার হচ্ছে।

**** মতামত লেখকের নিজস্ব*

জাতিগত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা জানা গেলে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীগুলো তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও শক্তি পুনঃস্থাপন করতে পারবে। নিজস্ব জনজাতির হিসেব না থাকায় যে সমস্ত জনজাতি সমাজে অনাদিকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তা চিরকাল থেকেই যাবে। তাই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাধিকার অর্জনে জাতির গণনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জাতি ভিত্তিক জন গণনার বিপক্ষে যারা বলেন, তারা মনে করেন।

লরা ফ্ল্যান্ডার্স

'গণতান্ত্রিক সমাজ' কেন বাক্‌স্বাধীনতাকে দমন করছে

আমার দাদা ক্লোড কোকবার্ন ঠিক সময়েটের পেয়েছিলেন, কখন তাঁর বার্লিন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। ১৯২০-এর দশকে তিনি বার্লিনে লন্ডন টাইমস-এর সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছিলেন। এরপর সেখান থেকে তিনি নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে যান। ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে আবার তিনি জার্মানিতে ফিরে যান।

কোকবার্ন লিখেছেন, সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, 'কুর্ফুরস্টেন্ডাম শহরের বন্দুকধারী সেনারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন' এবং যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা হিসেবে, 'যুদ্ধের বিশাল প্রদর্শনী হচ্ছে; প্রমাণ সাইজের একটি পরিখায় ডামি মেশিনগান নিয়ে প্রমাণ সাইজের সেনামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।' আমার দাদি হোপ হেল তখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একজন সাংবাদিক। তিনি ওই সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। দাদি তখন গর্ভবতী। আমার বাবা তখন তাঁর পেটে। ওই সময় বার্লিন থেকে দাদিকে লেখা একটি চিঠিতে দাদা কোকবার্ন বর্ণনা করেছিলেন, জার্মানির সবখানে তখন ফ্যাসিবাদ কীভাবে অনুভূত হচ্ছিল। তিনি লিখেছিলেন, এখানে যা বাস্তবে ঘটছে, তা কল্পনায় আনা কঠিন।

১৯১০-এর দশকে ফ্যাসিস্ট দেশগুলোতে গণমাধ্যমকে হয় আত্তীকরণ করা হয়েছিল, নয়তো কঠোরভাবে দমন করা হয়েছিল। নাৎসি জার্মানিতে হিটলারের প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসের কঠোর নজরদারিতে সংবাদমাধ্যমগুলো চলছিল। সেখানে শুধু রাষ্ট্রের অনুমোদিত খবরগুলোই প্রচার হতে পারত। হিটলারের ওই সময়টাতে স্বাধীন সাংবাদিকতাকে শুধু নিরুৎসাহিতই করা হচ্ছিল না, স্বাধীন সাংবাদিকতা ছিল সাংঘাতিক বিপজ্জনক। সে সময় ভিন্নমতাবলম্বী লেখকদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। তাঁদের বইপত্তর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুয়েরারের আধিপত্যকে সহজতর করার জন্য থার্ড রাইখ (সে সময়কার জার্মানির নাৎসি সরকারকে থার্ড রাইখ বলা হতো) ভল্কসেম্পফাঙ্গার নামের একধরনের সস্তা রেডিও রিসিভারের উৎপাদনে ভর্তুকি দিয়েছিল। ইতালিতে মুসোলিনিও একই কাজ করেছিলেন। তাঁর সরকার শাসনক্ষমতাকে সংহত করতে এবং ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ প্রচার করতে হিটলারের কায়দায় হাতিয়ার হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করেছিল।

আজকের দিনের ইলন মাস্ক হিটলারের নাৎসি প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসের মতো নন। তবে সৌরবিদ্যুৎ-চালিত গাড়ির কোম্পানি টেসলা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন রকেট ও স্যাটেলাইট কোম্পানি স্পেসএক্স-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (যেটি আগে ছিল টুইটার)-এর মালিক ইলন মাস্ক ধর্মান্ধতা ও ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ এবং কনটেন্টগুলো নিজেদের সুবিধামাফিক সঞ্চালনের মাধ্যমে ইলন মাস্ক তাঁর এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটিকে মাগাপন্থী (ট্রাম্পের নির্বাচনী স্লোগান 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'মাগা') প্রচারে ব্যবহার করছেন। মাস্কের এই তৎপরতা ট্রাম্প-ভ্যান্স প্রচারে বিনিয়োগ করতে অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ ধনকুবেরকেও উৎসাহ জোগাচ্ছে। এক্স-এর প্রচারাভিযান সাংবাদিকদের 'জনগণের শত্রু' হিসেবে তুলে ধরছে। তারা সাংবাদিকদের এমনভাবে খলনায়ক হিসেবে দেখাতে চাইছে যে এখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার হচ্ছে, হিটলারও ঠিক এই কাজ করেছিলেন। গোয়েবলস এমন একটি স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে তাঁর প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিলেন, যেখানে গণমাধ্যম নিজেই বাক্‌স্বাধীনতাকে দমন করার এবং গণহত্যার চিন্তাকে প্রচার করার লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

আমরা এমন একটি কথিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করছি, যেখানে কোনো সরকারের তথ্যমন্ত্রী সংবাদপত্রগুলোকে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ কভার করার সময় সাংবাদিকদের 'গণহত্যা', 'জাতিগত নির্মূল', 'শরণার্থীশিবির', 'ফিলিস্তিন'–এই ধরনের শব্দের ব্যবহার সীমিত করতে নির্দেশ দিতে সরাসরি বাধ্য করছেন না। কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতো কিছু সংবাদপত্র নিজ থেকেই এসব শব্দের ব্যবহার সীমিত করতে তাদের সাংবাদিকদের নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

গণমাধ্যমের প্রসারের এই যুগেও আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী একটি সংবাদমাধ্যম একটি বিতর্কে হোঁচট খাওয়া পারফরম্যান্সের পর জুন মাসজুড়ে একজন বয়স্ক প্রার্থীর শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে অপমানসূচক মন্তব্য করে গেছে। গত আগস্টে সেই একই সংবাদমাধ্যম সংবিধান স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া এবং 'প্রথম দিনেই' স্বৈরশাসক হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্তি করা আরেক বয়স্ক প্রার্থীর বক্তব্যের নানা দিক বিশ্লেষণে মূল্যবান সময় ব্যয় করেছিল। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ উইকিলিকসের মাধ্যমে আফগানিস্তান এবং ইরাকে মার্কিন সরকারের হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ হাজির করে, এমন কিছু গোপন নথি প্রকাশ করেছিলেন। এর জন্য অ্যাসাঞ্জকে গুলি করা হয়নি। তবে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং গুপ্তচরবৃত্তি আইনের অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯১৭ সালে আইনটি পাস হয়েছিল। আইনটি পাসের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে সাংবাদিকতার জন্য এই আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

লন্ডনের বেলমার্শ কারাগারে পাঁচ বছর আটক থাকার পর গত জুনে অ্যাসাঞ্জ নিজেকে দোষী স্বীকার করতে সম্মত হন। বিনিময়ে তাঁকে ছাড়া হয়। অর্থাৎ সাংবাদিকতা বা বাক্‌স্বাধীনতাকে কোনো ক্ষেত্রে আইনি কাঠামোয় আটকে দেওয়া হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমকেই পোষ মানিয়ে একান্ত অনুগত করে ফেলা হচ্ছে। অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে সংবাদমাধ্যমকে আপস করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

আজ তথ্য নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলোতে নানা মাত্রা এসেছে। কিন্তু একটি বিষয় একই রয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে: সেটি হলো ভয় দেখানো। পদ্ধতিটি আজও সমানভাবে কার্যকর।

লরা ফ্ল্যান্ডার্স যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়ভাবে সিন্ডিকেটেড টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠান লরা ফ্ল্যান্ডার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস-এর সঞ্চালক দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মিড ডে মিল কর্মীদের বোনাসের দাবিতে মিছিল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা তে বারো মাসের বেতন দিতে হবে, ঈদ এবং দুর্গাপূজায় মিড ডে মিল কর্মীদের বোনাস দিতে হবে সহ মোট আট দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামল পশ্চিমবঙ্গ মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন মালদা জেলা কমিটি। বুধবার দুপুরে মালদা টাউন হলের সামনে থেকে তারা শহর জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল এসে শেষ হয় মালদা জেলা প্রশাসনিক ভমণ চত্বরে। এরপর জেলা শাসকের হাতে এই মর্মে একটি ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয়। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মিডডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা বলেন,পুজোর প্রাক্কালে একগুচ্ছ দাবীতে মালদায় আন্দোলন করা হয় সিটু অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ মিডডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সদস্যের তরফে। আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে ৮ দফা দাবীতে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয় জেলাশাসকের দপ্তরে। যে সমস্ত দাবী ডেপুটেশন পেশ করা হয় তারমধ্যে মিডডে মিল কর্মীদের বছরে ১২ মাসের বেতন প্রদান, উৎসব ভাতা প্রদান, মিডডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন অনুদান প্রদান, মিডডে মিলে বরাদ্দবৃদ্ধি ছিল অন্যতম। এদিনের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ মিডডে মিল কর্মী ইউনিয়নের মালদা জেলা সম্পাদিকা মনিকা দাস সহ অন্যান্যরা।

শিশুর পৌষ্টিক বিকাশ ও সুরক্ষা সচেতনতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: 'পোষান মাহ্' পৌষ্টিক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে এই সচেতনতামূল শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফোর্সেস'-এর সহায়তায় এই শিবিরটির আয়োজন করেন 'স্নেহধারা রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন' । মা ও শিশুর পুষ্টির সার্বিক বিকাশ ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অনুষ্টিত রাষ্ট্রীয় 'পোষণ মাহ্' ২০২৪ শিবিরে এলাকার প্রায় ১৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরের মূল লক্ষ্য অপুষ্টি মোকাবিলা করা এবং উন্নত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য অনুশীলনের প্রচার করা বলেই জানা গিয়েছে। পাশাপাশি পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি এবং শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা সহ দুর্বল গোষ্ঠী গুলির মধ্যে অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এই শিবিরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এদিনের শিবিরে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুরজ দাশ, কুশমন্ডি ব্লকের সিডিপিও পল্লব কুমার চক্রবর্তী, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: শর্মিষ্ঠা কর, চাইল্ড কেয়ার কাউন্সিলর তনিমা দাশগুপ্ত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আইনি পার্শ্বসেবক উমেদ আলী, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী হেমরম, উপপ্রধান বিশ্বনাথ রায় সহ আরো অনেকে। স্নেহধারা-র সম্পাদক বিপ্লব জোয়ারদার বলেন, শিশুদের পৌষ্টিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য মায়েদের সচেতন করবার জন্য এই শিবিরের আয়োজন।

কিষাণগঞ্জ থেকে ৪৫ জন উমরাহর পথে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● কিষাণগঞ্জ

আপনজন: হজ পরিষেবা সংস্থা আল বাদার টু অ্যান্ড ট্রাভেলস এজেন্সির পক্ষ থেকে প্রায় ৪০থেকে ৪৫ জন কিষানগঞ্জ স্টেশন থেকে উমরাহর উদ্দেশ্যে বের হন। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী থানার কান্তিরপা গ্রামের এক সাধারণ মানুষ লাল মোহাম্মদ, এবার পা রাখতে চলেছেন সেই পবিত্র মাটিতে, যেখানে প্রতিটি মুসলমানের হৃদয় এক অনন্য শান্তির পরশ খোঁজে। বুধবার সকালে পরিবারের স্নেহ মাখানো বিদায় নিয়ে, তিনি রওনা দেন জীবনের এক স্বপ্নপূরণের পথে–মক্কা শরীফে উমরাহ পালন করতে। গ্রামের এক সরল মানুষের জন্য এটি শুধু ধর্মীয় দায়িত্বই নয়, বরং এক চিরকালীন মানসিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রার শুরু। করণদিঘি, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর, ইসলামপুর সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমরা এদিন পবিত্র মক্কা শহর উমরাহর উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরেন।
লাল মোহাম্মদের নাতি মোহাম্মদ জাকারিয়া জানান, এটি তাদের পরিবারের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত যে তাদের মধ্য থেকে কেউ মক্কা শরীফে গিয়ে উমরাহ পালন করবেন। লাল মোহাম্মদ বলেন, "এটি আমার জীবনের একটি বড় স্বপ্ন ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।" সৌদি আরবে পৌঁছে তিনি উমরাহ পালনের জন্য মক্কা মসজিদে যাবেন এবং পবিত্র কাবা শরীফে তাওয়াফ করবেন। উমরাহ পালন শেষে তিনি সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সাঈ সম্পন্ন করবেন। এই আধ্যাত্মিক যাত্রা লাল মোহাম্মদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে তিনি আশাবাদী।

সরকারি প্রকল্পের কাজ না করে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সরকারি প্রকল্পের কাজ না করে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বাম কংগ্রেস পরিচালিত সিপিএম এর প্রধান ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। এনিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পঞ্চায়েতের উত্তর রামপুর গ্রামের একাংশরা। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান সামিমা পারভিন ও তাঁর স্বামী মহম্মদ আজহারউদ্দিন। তদন্তের দাবি তুলে বুধবার বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর রামপুর গ্রামে হরিজন পাড়ায় রাঁধা গোবিন্দ মন্দির চত্বরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর কথা। অভিযোগ,পঞ্চায়েত প্রধান টিউবওয়েল না বসিয়ে প্রকল্পের ৫০ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে। এই কথা জানতে পেরে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডলের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয়রা। বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন,অভিযোগ পেয়েছি। অতিসত্বর তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণ চন্দ্র দাস বলেন, আমরা হরিজন পাড়ায় ৪০ টি পরিবার বসবাস করি। পাড়ায় কোনো সাব মার্সিবল পাম্প নেই। মন্দির চত্বরে একটি মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর দাবি করেছিলাম প্রধানের কাছে। প্রধান এসে পরিদর্শন করে যান। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে টিউবওয়েল শিঘ্রই বসানো হবে বলে আশ্বাস দেন। পরে আমরা জানতে পারি প্রকল্পের কাজ না করে গত ৪ সেপ্টেম্বর ৫০,১২৪ টাকা তুলে নিয়েছে। প্রধানকে বললে কোনো কর্ণপাত করছে না। তাই আমরা বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি। তবে প্রধান সামিমা পারভিন বলেন,মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। প্রকল্পের কাজ হয়েছে। তবে মন্দির থেকে তিনশো মিটার দূরে মুচি পাড়ায় বসানো হয়েছে সেই টিউবওয়েলটি। প্রধানের স্বামী মহম্মদ আজহারউদ্দিন বলেন,পাড়ার লোকেরা মন্দিরের পাশে রাস্তা করতে দেইনি। মন্দির চত্বরে একটি নলকূপ রয়েছে। তবে সেটি অকেজো হয়ে আছে। মন্দির চত্বরে টিউবওয়েল বসানো নিয়ে তাদের মধ্যে আপত্তি ছিল। তাই প্রকল্পটি দূরে সরিয়ে বসানো হয়েছে। রিতিমত জিও ট্যাগিং করে তবে বিল পাস হয়েছে। এখানে বিরোধীরা রাজনৈতিক চক্রান্ত করে আমার বদনাম করার চেষ্টা করছে। আমিব্লক প্রশাসন কে সব বিষয়টি জানিয়েছি।
মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুরে রাস্তা-নর্দমা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। তাতে দেখা যায়, সেই কাজ না করেই ভুয়ো বিল তৈরি করে টাকা তুলে নিয়েছেন প্রাক্তন প্রধান। এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী আনজুম সাগিরা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের লিখিত অভিযোগ করেছেন মানিকচকের বিডিওর কাছে। অভিযোগ, নর্দমা সংস্কারের কাজ না করেই প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ভুয়া বিল তুলেছেন প্রাক্তন প্রধান। এনায়েতপুরের মীরাগ্রাম, মোমিনপাড়া, এনায়েতপুর, নোয়াদা, মোহনা এই পাঁচটি সংসদে নর্দমা সংস্কারের কোনও কাজই হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গত ১৪ অগাস্ট প্রাক্তন প্রধান তাঁর মেয়াদের একেবারে শেষ সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বিল তুলে নিয়েছেন। সরকারি খাতা অনুযায়ী, গত ২০২১ সালে নর্দমা সংস্কারের কাজ দেখানো হলেও, বিল প্রদান করা হয়েছে চলতি বছরের অগাস্ট মাসে। এমনকী বিল প্রদানের দিন ১৪ অগাস্ট, সেই দিনের ছবি দিয়ে জিও ট্যাগ করা হয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলনেত্রীর। আরও জানা গেছে, দু'টি ঢালাই রাস্তা নির্মাণ না করেই আনুমানিক দুই লক্ষ টাকার বিল তুলে নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ জমা হওয়ার পর তড়িঘড়ি গত ২০ অক্টোবর নতুন করে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করে অভিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থা। যদিও এই রাস্তা নির্মাণের টাকা গত ১৪ অগাস্ট তুলে নেওয়া হয়েছে।
আনজুম সাগিরা বলেন, 'কোন কাজ না করেই টাকা তুলেছেন উনি। তাই আমি বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। '
এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান তপতী মজুমদার বলেন, 'আমার সময়কালে এই ধরনের কোনও কাজ হয়নি। আমার হাতে এই ধরনের কোনও ভুয়ো বিল পাস হয়নি। রাজনৈতিক উদ্দেশে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে।
অভিযোগকারী অবাইদুল ইসলাম বলেন, "পঞ্চায়েত অফিসে খোঁজখবর নিয়ে দেখি ওই স্কিমের পুরো টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ এখনও শেষ হয়নি। বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছি। "
প্রাক্তন প্রধান মনিরা খাতুন বলেন, 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। কাজ হয়েছে, তবে বিল হয়েছে। নিয়ম মেনে কাজ করা হয়েছে। '
এনিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন দক্ষিণ মালদার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল। তিনি বলেন, 'গোটা রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের দুর্নীতি চলছে। মানিকচক ব্লকে দুর্নীতি যখন সামনে এসেছে তখন একটু একটু করে কাজ করছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। আমরা তদন্ত চাই। ' জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি দুলাল সরকার বলেন, 'কংগ্রেসের কিছু নেই। ভোটে বিজেপি আর সিপিএমের দালালি করে তৃণমূলকে হারানোর চেষ্টা করেছে। যদি কোনও অভিযোগ থাকে, বিডিও তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন। '
জেলাশাসক নীতিন সিঙ্গানিয়া জানান, ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে বিপত্তি, প্রাণে বাঁচলেন সাংসদ, জেলাশাসক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বেশ কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টির ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত। জলের তোড়ে ভেঙেছে নদনদী,পুকুর,খালবিল। সেইজল গ্রাম বা বসতি এলাকায় ঢুকে হয়েছে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি। বাড়িঘর সহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। গ্রাম থেকে গ্রাম বা অন্যত্র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এনিয়ে প্রশাসন মহল চিন্তিত। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ বন্যা কবলিত এলাকাবাসীদের খবরাখবর নেওয়া,ত্রান সহ তাদের পাশে দাড়ানো। সামগ্রিক ভাবে বন্যা কবলিত মানুষের যেন কোনোরূপ অসুবিধা না হয় তা দেখা। সেরূপ বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেলেন বীরভূমের জেলাশাসক,জেলার দুই সাংসদ, এক বিধায়ক, সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিক। ঘটনাটি ঘটে বুধবার বীরভূমের লাভপুর বন্যা প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে যাবার পথে। উল্লেখ্য লাভপুর ব্লক এলাকার মধ্যে ১৫টি গ্রাম জলমগ্ন, মানুষজন জলবন্দি অবস্থায় আটকে রয়েছে। সেই সমস্ত এলাকার বন্যা পরিস্থিতি সরজমিনে দেখার জন্য স্পিডবোট করে যাবার সময় জলের মধ্যে গাছের গুড়িতে স্পিডবোট লেগে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন এবং বেশ কিছু ক্ষণের চেষ্টায় সকলকে উদ্ধার করা হলেও এক জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে খবর। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দল। স্থানীয় সূত্রে খবর, জলের তোড়ে ছয়-সাতটি গ্রামে কুয়ে নদীর জল ঢুকছে হু হু করে। যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই পরিস্থিতিতে স্পিডবোট সহযোগে সরজমিনে বন্যা কবলিত এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও অসিত মাল, লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ প্রমুখ। আচমকা জলের তোড়ে কুয়ে নদীতে স্পিডবোট উল্টে যায়। জলে পড়ে যান পুলিশ সুপার ছাড়া সকলেই। মুহূর্তেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দ্রুত উদ্ধারকার্যে নেমে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল। উল্লেখ্য স্পিডবোটে চড়ার মুহূর্তেই আরোহীদের সেফটি জ্যাকেট পরার কথা থাকলেও সেগুলো কেউ ব্যবহার করেন নি ।

সোনামুখীর বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ বন্যা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি , রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় সমিতিমানা গ্রামের সাধারণ মানুষরা রিলিফ সেন্টারে যেতে পারল না , এই মুহূর্তে রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া সবটাই বন্ধ , চরম আতঙ্কে সাধারণ মানুষরা।
সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নিত্যানন্দপুর , সমিতিমানা , পান্ডে পাড়া অন্যদিকে ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটি কেনেটিমানা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা এই মুহূর্তে জলমগ্ন। একেবারে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সমিতি মানা গ্রামে অনিল সরকার নামে এক ব্যক্তির পাকা বাড়ি ভেঙে গেছে। পাশাপাশি রাস্তা ভেঙে যাওয়াতে সমিতিমানা গ্রামের কয়েকশো পরিবার রিলিফ সেন্টারে যেতে পারল না।
সাধারণ মানুষের বাড়িতে এক কোমর জল খাওয়া দাওয়া রান্নাবান্না সবকিছুই বন্ধ রয়েছে। চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে এলাকার সাধারণ মানুষদের। প্রশাসন অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে সাধারণ মানুষদের যাতে কোন সমস্যা না হয় সে কারণে এলাকায় নজর রাখছে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন।

বন্যার জলে প্লাবিত ঘাটাল পৌর এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে! গতকাল থেকেই নদীগুলিতে জলের চাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে বিভিন্ন এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বহু এলাকাতে বাঁধ ভেঙে জল গ্রামে প্লাবিত হচ্ছে। ঘাটালের বড়দা চৌকান এলাকাতে রাজ্য সড়কের উপরে জল উঠে যাবার কারণে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতির উদ্বেগজনক ভাবে অবনতি হওয়ার জন্য, বিদ্যুৎ দপ্তর প্রায় ৪৫০ টি ট্রান্সফরমার থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে চন্দ্রকোনা-১ ব্লকের মনোহরপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংচা গ্রামে শিলাবতী নদীর বাঁধ ভেঙেছে। এরফলে পার্শ্ববর্তী প্রায় ১০ টি গ্রাম বন্যার জলে ভেসে যায়। সেই সঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি বন্যার জলের তলায়। অন্যদিকে, ঘাটালের বন্দর এলাকায় রূপনারায়ণ নদের জল মঙ্গলবার রাত থেকেই বিপদসীমার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (অভিনেতা দেব) বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে বন্যঅ মোকাবিলা বিষয়ে আলোচনা হয়।

মেধা পাঠচর্চার উদ্যোগে কৃতীরা পুরস্কৃত হল

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবড়ি

আপনজন: কলকাতার বারাসাতের মেধা এডুকেশনাল ট্রাস্টের মেধা পাঠচর্চার উদ্যোগে দ্বিতীয় পার্বিক পরীক্ষা ও তার ফলাফলে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণ হল। মঙ্গলবার মালদার কালিয়াচকের সাহাবাজপুরের, দ্যা নোবল অ্যাকাডেমির ২১ জন ছাত্রছাত্রী, গ্রীনভিউ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ২২ জন ছাত্রছাত্রী, আল ইসলাহ এজুগার্ডেন স্কুলের ৩ জন মালদার সর্বমোট ৪৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, মেধা পাঠচর্চার সভাপতি তৌসিক আহমেদ,কোষাধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান, গ্রীনভিউ মিশনের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ রাসিদুল সেখ, সভাপতি মুহাম্মদ সোলাইমান, নোবল অ্যাকাডেমির সম্পাদক আব্দুল লতিফ, এজুগার্ডেন স্কুলের অবাইদুল্লাহ প্রমুখ।

খড়গ্রাম থানায় রক্তদান শিবিরে সাংসদ খলিলুর

উম্মার সেখ ● খড়গ্রাম

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জুড়ে রক্তের চাহিদা মেটাতে খড়গ্রাম পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে উৎসর্গ রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা খড়গ্রাম ব্লকের খড়গ্রাম থানা প্রাঙ্গণে বুধবার একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার সূর্য কুমার যাদব, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান , কান্দি মহকুমা আরক্ষা আধিকারিক শাসরেক আম্বেদকর, সিআই সৌম্য ব্যানার্জি, খড়গ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরজিৎ হালদার, বিধায়ক আসিফ মার্জিত, সভাপতি মঞ্জু আক্তারা বিবি, ও জেলা পরিষদের সদস্য ও সদস্যবৃন্দ। মূলত মুর্শিদাবাদে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের চাহিদা মেটাতেই এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। ১০০ জন রক্তদাতা এই রক্তদান শিবিরের রক্তদান করেন।

উস্থি থানায় ডেপুটেশন বাম যুব সংগঠনের

আসিফা লস্কর ● উস্থি

আপনজন: কলতান দাশগুপ্তের অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বুধবার বিকালে মগরাহাট ১ নং ব্লক ডি ওয়াই এফ আইয়ের নেতৃত্বে উস্থি থানাতে ডেপুটেশন জমা দেয় ডিওয়াইএফআইয়ের নেতৃত্বরা। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে আন্দোলনের মধ্যে গত কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়া একটি অডিও ভাইরাল হয়। সেই অডিও কথোপকথন সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব কুনাল ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। পরে পুলিশ তদন্তে নেমে ডি ওয়াই এফ আইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। তার প্রতিবাদে মগরাহাট ১ নং ব্লক ডি ওয়াই এফ আইয়ের নেতৃত্ব প্রতিবাদ মিছিল ও উস্থি থানাতে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাদকচক্রের পর্দাফাঁস নদিয়া পুলিশের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া মাদকচক্রের পর্দাফাঁস পুলিশের,পাচারের আগে উদ্ধার বাংলাদেশ পাচারের আগে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার চাপড়া দুটি জাগায় হানা দিয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ।খ্রীস্ট পাড়া এলাকায় একটি বাড়ির ও বালি ডাঙা চাপড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার উদ্ধার করল ৩২৭ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,পুলিশ ওই বাড়ির উপরে নজর রাখছিল রাতে বেলায় বাড়িতে হানা দেয় চাপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিন্দ্য মুখার্জি নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী বাড়ির তালা ভেঙে ঘরের ভিতরে খাটের নিচে পেটিতে ভিতরে রাখা ছিল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ।ঘটনাস্থলে আসেন কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিএসপি শিল্পী পাল।পুলিশ বাড়ি সিল করে দেয়।তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বাড়ি মালিকের নাম প্রকাশ করেনি। কোথা থেকে এলো নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বোলপুর সংলগ্ন এলাকায় চলছে বুলডোজার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আন্তর্জাতিক বোলপুর শহরে শান্তিনিকেতন এলাকায় প্রান্তিকে ফের ফুটপাত অভিযান অব্যাহত। যারা সরকারি জায়গা দখল করে আছেন তাদেরকে আগে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত তারা সেই জায়গা দখল করে আছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ফের ফুটপাত ভেঙ্গে দেওয়া হয় ও সরকারি জায়গা খালি করার জন্য অভিযান চালান। এই অভিযানে প্রান্তিক এলাকায় অনেকে ব্যবসাদার আছেন ও স্থায়ী ভাবে বাসস্থান করছেন তাদের এই পুজোর মরশুমে উচ্ছেদের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ । ব্যবসাদাররা জানান যে সামনে বাঙালি সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব এই সময় তাদের উচ্ছেদ করলে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে।

জয়নগর থানার পুলিশের হাতে ধৃত দুষ্কৃতী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: আবার জয়নগর থানার পুলিশের সাফল্য।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোপন সুত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য ও তাঁর টিম জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের হাসানপুর এলাকার সাইফুল লস্কর নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় এবং তার বাড়ি থেকে একটি সাত এম এম পিস্তল ও ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।ধৃত সাইফুল পুতুলের ভেতর এই আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। বাড়িতে বেআইনি ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে সাইফুল লস্করকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

◆ রাসূল সা.-এর তুলনা শুধু তিনিই

◆ হাদিসের বর্ণনায় চোখের পাপ

◆ রাসূল সা.-এর আদর্শে গড়তে হবে ব্যভিচারমুক্ত সমাজ

◆ যে কারণে বিবাহে পারিবারিক সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ

ইসলামে মানবপ্রেম

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব

মানুষের ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, ক্ষমতা, বংশ, রূপলাবণ্য আল্লাহ দেখেন না, তিনি দেখেন কোন মানবপ্রেমিক বান্দা তার সাধ্যানুযায়ী জনসেবা ও মানবতার কল্যাণ সাধন করছে কি না। তাই প্রত্যেক মানুষেরই পারস্পরিক মানবতাবোধ ও উদার নৈতিক মানসিকতা থাকা অপরিহার্য। মানুষ সামাজিক জীব, একে অপরের ওপর নির্ভর করে এই পৃথিবীতে বসবাস করে। একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। তাই সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবতা ও মানুষের কল্যাণে যা কুরআন কারিমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মুহাম্মাদ সা.-এর জীবন এবং তার কর্মের মধ্যে এই শিক্ষাগুলো পরিলক্ষিত হয়।
ইসলাম হচ্ছে যা কুরআনে পালন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যেভাবে মুহাম্মাদ সা. তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাই, ইসলামসংক্রান্ত যেকোনো বিষয় বুঝতে হলে এই দু'টির (কুরআন এবং মুহাম্মাদ সা.-এর কর্ম) ওপর নির্ভর করতে হবে।

ইসলামে সামাজিক কল্যাণ

ইসলামী ঐতিহ্যে, সামাজিক কল্যাণের ধারণাটিকে প্রধান মূল্যবোধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে সামাজিক সেবা চর্চার বিষয়টিকে উৎসাহিত এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের ধর্মীয় জীবন অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায় যদি না তিনি মানবকল্যাণে অংশগ্রহণ না করেন। সমাজকল্যাণ ইসলামী ধারণা সম্পর্কে কুরআন এই আয়াতটি প্রায় সময় উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আর সৎকর্ম শুধু এটাই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ হলো ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সব নবী-রসূলদের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেজগার। (সূরা বাকারা-১৭৭)
একইভাবে, ইসলাম ধর্মে মাতা-পিতা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকদের প্রতি দায়িত্বের কথা নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে (পবিত্র হাদিস) বলা হয়েছে যে- আল্লাহ হাশরের দিন সেসব মানুষের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন যারা অসুস্থ রোগীদের সেবা করেনি এবং যারা ক্ষুধার্তদের খাবার দেয়নি। এই হাদিসটি দ্বারা মানব সমাজকে অন্যের প্রয়োজনের সময় সাড়া দেয়ার বাধ্যবাধকতার বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সবাইকেই সামাজিক দায়িত্ব এবং সামাজিক কল্যাণ প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'তোমরা শ্রেষ্ঠতম ওইসব উম্মত, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানবজাতির মধ্যে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ কর, আর আল্লাহর ওপর ঈমান রাখো এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলমান রয়েছে এবং অধিকাংশ কাফির।' (সূরা আলে-ইমরান-১১০)

মানবপ্রেম ঈমানের অংশ

মুক্তির নিয়তে মানবসেবা নয়; বরং ইসলামের ফরজ হিসেবে করা চাই। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি যেমন শরিয়তে ফরজ, মানবসেবাও ফরজ। এ ফরজ আদায়ের নিয়তে মানবসেবা করতে হবে। যার সম্পদ আছে, সে সম্পদ দিয়ে মানুষের সেবা করবে। যার বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধি দিয়ে মানুষের সেবা করবে। যার শক্তি আছে, সে শক্তি দিয়ে মানুষের সেবা করবে। যার যতটুকু সাধ্য, সেভাবে সে মানুষের সেবা করবে। মানবপ্রেম ও মানবসেবার বিষয়টি এত খাটো করে দেখার বিষয় নয়; বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি ইসলামে মানবপ্রেমকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। রাসূল সা. বলেন, 'তোমাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ মোমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে অন্য মুসলমানের জন্য তা ভালো না বাসবে, যা নিজের জন্য ভালোবাসে।' (বুখারি-১৩) এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, নিজের জন্য আমরা যা ভালোবাসি, আরেক মুসলমান ভাইয়ের জন্যও সেটি ভালোবাসতে হবে। নিজের জন্য যেমন চাই, অপরের জন্য যদি সেটি না চাই, তাহলে আমাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। এমনকি মানবপ্রেম জান্নাতি হওয়ার লক্ষণ। জান্নাতিদের আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকেরাসূল আহার্য দান করে। তারা বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের আহার দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।' (সূরা দাহর : ৮-৯)

দয়াকারীর ওপর আল্লাহ দয়া করেন

মানুষ নিজের জন্য কামনা করে, তার উন্নতি হোক, তার ধন-সম্পদ হোক, তার সুখওশান্তি হোক, তার ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হোক, তার ছেলেমেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে হোক। প্রত্যেকে চায়, আমি যেন ভালো চাকরি পাই, আমি যেন ভালো পদ পাই, আমি যেন ইজ্জত-সম্মান পাই ইত্যাদি। আমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য এগুলো ভালোবাসি। অতএব, অন্যের জন্যও এগুলো ভালোবাসতে হবে। আমি নিজের জন্য বিপদাপদ চাই না। তাই অন্যের জন্যও বিপদাপদ চাইতে পারব না। নিজের জন্য নিরাপত্তা চাই। তাই অন্যের জন্যও নিরাপত্তা চাইতে হবে। আমার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য যেমন চেষ্টা করি, অন্যের জন্যও তেমন চেষ্টা করতে হবে। আমার কামনা হলো, অনাহারে যেন না থাকি। অতএব, অন্যের জন্যও তা চাইতে হবে। এক কথায়, সবাইকে নিজের মতো করে দেখতে হবে। সবার জন্য নিজের মতো করে চাইতে হবে। সবাইকে নিজের মতো করে ভাবতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অনেক বড় ব্যাপার। এমনকি একে ইসলামের অঙ্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন না হতে পারলে আমরা মোমিন নই। রাসূল সা. বলেন, 'দয়াময় আল্লাহ দয়ালুদের দয়া করেন। তোমরা জমিনবাসীদের ওপর দয়া কর, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়া করবেন।' (তিরমিজি-১৯২৪) রাসূল সা. আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি এতিমওঅনাথের রক্ষণাবেক্ষণ বা লালনপালন করে, সে জান্নাতে আমার সাথে পাশাপাশি থাকবে।' এ কথা বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল পাশাপাশি রেখে দেখান। (তিরমিজি-১৯১৮)

সৃষ্টির প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো

মানবসেবার কথা এত শক্ত করে আর কোনো ধর্মে বলা হয়নি। ইসলামে মানবপ্রেমের কথা এবং মানবসেবার কথা বেশি বলা হয়েছে। আমরা পুরোপুরি করতে পারি না বা করি না, সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু ইসলামে এটি বলা হয়েছে। আমলে না থাকলে সেটি ইসলামের দোষ নয়; বরং আমাদের দোষ। মানবপ্রেম ও মানবসেবা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অনেক ফজিলতের কাজ। মানবসেবার একটি ফজিলত হলো, মানবসেবা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করা যায়। রাসূল সা. বলেন, 'তোমাদের কেউ শুধু তার আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসনাদে আহমদ-৭৪৭৯) নেক আমলের পাশাপাশি আল্লাহর রহমত থাকলেই নাজাত পাওয়া যাবে। আল্লাহর রহমত লাভের সবচেয়ে সহজ পথ হলো- তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহযোগিতা ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেয়া। রাসূল সা. বলেন, 'আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়, যে মানুষের বেশি উপকার করে। তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হলো, কোনো মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ দেয়া, তার বিপদগুকষ্ট দূর করা, তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া, তার ক্ষুধা দূর করা।' (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৮/১৯১)

মানবসেবা নবীজীর বিশেষ গুণ

কুরআন মাজিদের সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হলে রাসূল সা. ভয় পেয়ে যান। তার প্রতি এটিই ছিল প্রথম অহি নাজিলের ঘটনা। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা:-এর কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন, 'আমি নিজের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করছি।' খাদিজা রা: বললেন, 'আল্লাহর কসম, কখনো নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।' (বুখারি-৩)

মানবসেবার অপার প্রতিদান

রাসূল সা. বলেন, 'মানবকল্যাণমুখী কাজ বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে। রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় আয়ু বৃদ্ধি পায়।' (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৩/১১৫) রাসূল সা. আরো বলেন, 'দুজন মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ন্যায়-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করাকে দান বলে। কোনো মানুষকে তার বাহন পরিচালনা করতে সাহায্য করা দান বলে গণ্য। কারো বাহনে তার জিনিসপত্র তুলে দেয়া দান বলে গণ্য। সুন্দর আনন্দদায়ক কথা দান বলে গণ্য। মসজিদে গমনের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ দান বলে গণ্য। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেয়া দান বলে গণ্য।' (বুখারি-২৯৮৯) এমনকি যেকোনো জীবজন্তুর সেবাতেই সাওয়াব রয়েছে। রাসূল সা. বলেন, 'যে কোনো প্রাণীর সেবাতেই তোমরা সাওয়াব পাবে।' (বুখারি-২৩৬৩) পরিশেষে বলতে চাই, মানুষের সেবা করা, মানবপ্রেম এমন এক আমল, যা দ্বারা আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়। কেননা, সব সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করে। যারা সৃষ্টিকে ভালোবাসে, সৃষ্টির সেবা করে, তারাই আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। আর যারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র, তাদের নাজাত পেতে কোনো বেগ পেতে হবে না। যখন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি ইবাদতের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিয়ে পার হওয়া কঠিন হবে, তখন বিভিন্ন আমল নাজাতের ওসিলা হবে। এর মধ্যে সৃষ্টিসেবাও এক বিশেষ আমল; যা দ্বারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়; যা মানুষের মুক্তির ওসিলা হবে। আল্লাহর প্রিয় হতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে মানুষকে ভালোবাসা দিতে হবে। আল্লাহর প্রেম অর্জন করতে হলে মানুষের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি প্রেম নিবেদন করা চাই। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম-অমুসলিম সবার বিপদাপদে পাশে দাঁড়ানো ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র শিক্ষার অন্যতম।

রাসূল সা.-এর তুলনা শুধু তিনিই

এম এ মান্নান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন ঈদে মিলাদুন্নবী আজ। ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত পাওয়ার পর আল্লাহর দীন প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে তাঁর বংশ কুরাইশদের কাছে দীনের দাওয়াত দেওয়ার পথ বেছে নেন। সে সময়ের মক্কায় নিয়ম ছিল, বিপৎসূচক কোনো খবর থাকলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে আহ্বান করতে হতো। আসন্ন কোনো বিপদের আশঙ্কা করে তখন সবাই সেখানে ছুটে আসত। রাসূলুল্লাহ সা. সেমতে একদিন ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে ডাক দিলেন- প্রত্যুষে সবাই সমবেত হও। কুরাইশ বংশের সব গোত্রের লোক দ্রুত সেখানে সমবেত হয়। অতঃপর তিনি কুরাইশদের উদ্দেশে তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের ওপর ইমান আনার আহ্বান জানালেন। অতঃপর বললেন, 'হে কুরাইশগণ! যদি আমি বলি যে, এই পাহাড়ের অপর পাশে একদল পরাক্রান্ত শত্রু সৈন্য তোমাদের ওপর হামলার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে তোমরা কি বিশ্বাস করবে? সবাই সমস্বরে বলে উঠল, অবশ্যই করব। কেননা আমরা এ যাবৎ আপনার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত অসত্য কিছুই পাইনি। তখন রাসূল বললেন, আমি কিয়ামতের কঠিন আজাব সম্পর্কে তোমাদের কাছে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে আগমন করেছি'। অতঃপর তিনি আবেগভরে একেকটি গোত্রের নাম ধরে ডেকে বলতে থাকলেন, 'হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কাব বিন লুওয়াই! হে বনু আবদে মানাফ! হে বনু আবদে শামস! ... হে বনু হাশেম! হে বনু আবদুল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। অতঃপর ব্যক্তির নাম ধরে ধরে বলেন, হে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব! আপনি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান! হে ছাফিয়াহ, রাসূলুল্লাহর ফুফু! আপনি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! রাসূল সা. এর হৃদয়কাড়া আবেদন চাচা আবু লাহাবের অন্তরে দাগ কাটতে পারেনি। সে মুখের ওপর বলে দিল- তোমার ওপরে ধ্বংস আপতিত হোক! এ জন্য তুমি আমাদের জমা করেছ?' অতঃপর সূরা লাহাব নাজিল হয় 'আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং সে ধ্বংস হয়েছে।' তিনি নিজ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে বাজারে-ঘাটে সর্বত্র বিশেষ করে হজের মৌসুমে সবার উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। মূলত প্রকাশ্য দাওয়াতের পরই মুশরিকদের সঙ্গে মহানবী সা.-এর প্রকাশ্যে বিরোধ শুরু হলো। মুশরিকরা রাসূল সা.-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করল। মুশরিকরা যেসব অপপ্রচার শুরু করল তা হলো- (ক) এ ব্যক্তি একজন কবি। (খ) মুহাম্মদ সা. একজন বাগ্মী। (গ) এ ব্যক্তির প্রচারিত ধর্ম প্রাচীন বিশ্বাস কাহিনি। (ঘ) এ ব্যক্তিকে জিনে ধরেছে। (ঙ) মুহাম্মদ নির্বংশ। রাসূল সা. এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, ঠাট্টা-উপহাস, গালিগালাজ ও অশালীন উপাধি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকরা কটুতর্ক শুরু করে দিল। বলা হলো- (ক) তুমি যদি নবী হয়ে থাক তাহলে এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। (খ) আকাশ থেকে সরাসরি একদল ফেরেশতা নামিয়ে আনো। (ঘ) তুমি কীভাবে একজন নবী হলে, তুমি তো আমাদের মতোই রক্ত-মাংসে তৈরি একজন মানুষ। (ঙ) তোমার জন্য আকাশ থেকে ধন-রত্ন তৈরি হয় না কেন? (চ) তুমি আমাদের ভয় দেখিয়ে নেতা হতে চাইছ, তা না হলে কোথায় তোমার সেই আজাব তা নিয়ে আস না কেন? (ছ) কেয়ামত সম্পর্কে তারা বলত, সেদিন কবে ঘটবে বল। রাসূল সা. এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, কুৎসা রটনা ও কটুতর্কের সঙ্গে কখনো কখনো কোরাইশ নেতারা দু-একটা যুক্তি প্রদর্শন করত। যেমন (ক) আমরা তো দেবতাগুলোকে কখনো আল্লাহর চেয়ে বড় মনে করি না। আমরা শুধু বলি, এ মূর্তিগুলো যেসব ব্যক্তির আত্মা, তারা আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে। (খ) মুহাম্মদের দাওয়াত মেনে নিলে আমাদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য থাকবে না। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, গালিগালাজ ও অপপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোরাইশদের বিরোধিতা ক্রমশ গুন্ডামী, সন্ত্রাসী ও হিংস্রতায় রূপ নিতে থাকে। যেমন- রাসূল সা.-এর যাতায়াতের রাস্তায় নিয়মিত কাঁটা বিছিয়ে দিত। নামাজ পড়ার সময় ঠাট্টা ও হইচই করত। সেজদার সময় তার পিঠের ওপর পশুর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করত। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাকে আহমক বলে গালি দিত। মক্কাবাসী যখন কোনোভাবেই রাসূল সা.-এর দাওয়াত কবুল করল না তখন তিনি মনের মধ্যে একবুক বেদনা নিয়ে দাওয়াতের নতুন মিশন নিয়ে তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি হতাশ হলেন। নির্মম নির্যাতনের শিকার হলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি পেলে রাসূল সা. সাহাবিদের পর্যায়ক্রমে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হিজরতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র মাদানি জীবনের শুভ সূচনা হয় এবং ইসলাম পৃথিবীর বুকে বিজয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর থেকে ১৪০০ বছর ধরে চলছে ইসলামের উত্থানের যুগ। কোটি কোটি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে রাসূল সা. প্রবর্তিত দীনের ছায়াতলে। রাসূল ও মানুষ হিসেবে তাঁর তুলনা শুধু তিনিই।

যে কাজ করতে নিষেধ করেছে কুরআন

মাহমুদুল হক

কুরআন মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করেছে। অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। সফলতার পথ দেখিয়েছে, ব্যর্থতার পথ বলে দিয়েছে। মানুষ কীভাবে চলবে, কীভাবে জীবনযাপন করবে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে রেখেছে। জীবনে চলতে গিয়ে নিজের শরীরে আঘাত করা বা দুঃখ বা কষ্ট পেলে নিজের বুকে-মুখে আঘাত করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যের সম্পদ জবরদখল করতে নিষেধ করেছে। বৈধতার সঙ্গে ব্যবসা করার আদেশ করেছে। খুনখারাবি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা কোরো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।' (সূরা নিসা, আয়াত ২৯) মদপান ও জুয়া খেলা ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপগুলোর মধ্যে অন্যতম। এগুলো সম্পর্কে মানুষকে কুরআন সতর্ক করেছে। মদ খাওয়াকে নিষেধ করেছে। জুয়া থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'হে ইমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর- এসবই ঘৃণ্য শয়তানি কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০) সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআন সুদি লেনদেন থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছে। কারণ সুদের মাধ্যমে মূলত সমাজে দরিদ্র বাড়ে। মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এ নসিহত পেছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরি থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তা তো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। আর এ নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এ কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে থাকবে চিরকাল।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫) যে-কোনো পশু জবাই করার সময় মানুষকে কুরআন আল্লাহর নাম উচ্চারণের নির্দেশ দিয়েছে। আর যদি আল্লাহর নাম না নিয়ে পশু জবাই করা হয়; সেটাকে হারাম বলেছে। এমন পশু খেতে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ কোরো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্রত্যাদেশ করে; যেন তারা তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।' (সূরা আনয়াম, আয়াত ১২১)

হাদিসের বর্ণনায় চোখের পাপ

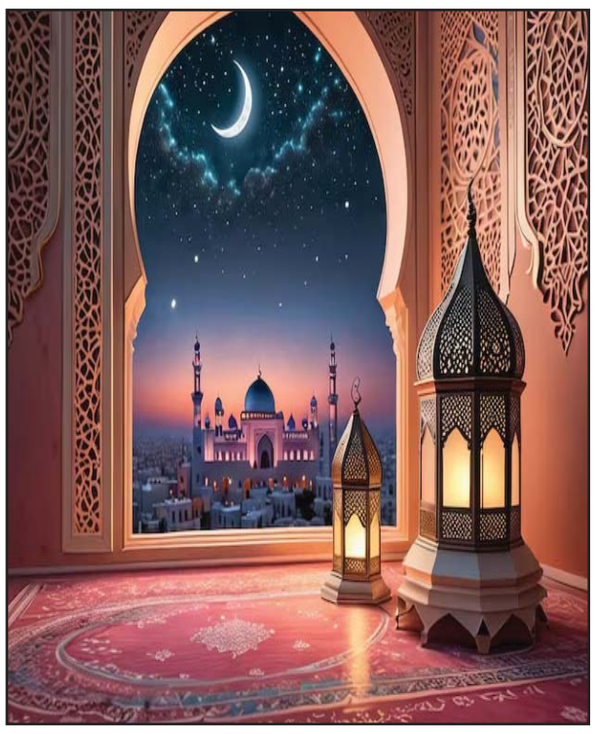

শাহাদাত হোসাইন

চোখ অন্তরের শাহি ফটক। অন্তর পর্যন্ত পাপ প্রবেশের প্রশস্ত রাস্তা। চোখের কারণে মানুষ বহু মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে। চোখ অন্তরের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। কুরআন-হাদিসে মানুষকে দৃষ্টি সম্পর্কে বারবার সাবধান করা হয়েছে। চলুন, চোখের পাপের ভয়াবহতা হাদিস থেকে জেনে নিই।

চোখের হেফাজতে আল্লাহর নির্দেশ
চোখ আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে প্রদত্ত মহান নিয়ামত। তিনি আমাদের চোখ দিয়েছেন নিদর্শনাবলি দেখতে। বান্দার উচিত সে নিয়ামত ব্যবহারে আপন স্রষ্টাকে চেনা; তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা। আল্লাহ বলেছেন, ‘দেখো, আমি কিভাবে নিদর্শনাবলি বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝে নেয়।’ (সূরা : আনআম, আয়াত : ৬৫)

দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর
মানুষকে কুপথে পরিচালিত করতে শয়তান যে সব অস্ত্রের সাহায্য নেয়। মানুষের চোখ তার অন্যতম। দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর। ইবনু মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন। নবীজি সা. বলেছেন, ‘দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টির হেফাজত করবে, তৎপরিবর্তে আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।’ (তাবরানি, হাদিস : ১০৩৬২)

দৃষ্টির অরক্ষণ মনকে অশান্ত করে
চোখের অনৈতিক ব্যবহারে মন অশান্ত হয়। না পাওয়া আর আক্ষেপের অনলে দহন হতে হয়। ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে ছেড়ে দেয়, তার আফসোস ও মনোবেদনা স্থায়ী হয়। অন্তরের জন্য অধিক ক্ষতিকর হলো চোখকে ছেড়ে দেওয়া, উন্মুক্ত করে দেওয়া। কেননা, সে তাকে এমন জিনিস দেখায়, যা থেকে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না এবং তা অর্জনও করতে পারে না। আর এটা বড়ই কষ্টদায়ক।

(রওজাতুল মুহিব্বিন, পৃষ্ঠা-১১৩)

অযাচিত দৃষ্টির পর আবার দৃষ্টি নয়
অযাচিত নিষিদ্ধ বস্তুতে দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে মানুষের সর্বদা সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা উচিত। যেন হারাম কোনো বস্তুতে চোখ আটকে না যায়। একান্ত যদি দৃষ্টি পড়েই যায়, তাহলে দ্রুত চোখ সরিয়ে নেওয়া একজন সাচ্চা মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। নবীজি সা. আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে আলী! দৃষ্টিকে দৃষ্টির অনুগামী কোরো না (অযাচিত দৃষ্টির পরে ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি দিয়ো না); কেননা প্রথমটি তোমার জন্য বৈধ হলেও দ্বিতীয়টি অবৈধ। (তিরমিজি, হাদিস : ২৭৭৭)

ব্যক্তির বিরুদ্ধে চোখের সাক্ষ্যদান
কিয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। ভালো কাজের স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে খারাপ কাজগুলোর বর্ণনা দেবে অকপটে। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।’ (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬)

অবৈধ বস্তুর প্রতি তাকানোর শাস্তি
হারাম বস্তু থেকে আমাদের চোখ সরতেই চায় না। পরনারী কিংবা পরপুরুষ দেখলে চোখ ফেরানোর বদলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। নাটক, সিনেমা, টিভি কিংবা সিনেমার পর্দায়, মোবাইলের স্ক্রিনে, পোস্টার আর বিলবোর্ডে সর্বত্র চোখের খিয়ানত। চোখের পাপ। এ পাপ থেকে হবে কি মাফ? আবু হুরায়রা (রা.) নবীজি সা. থেকে বর্ণনা করেন, ‘চোখের জিনা (হারাম জিনিসের প্রতি) তাকানো।’ (বুখারি, হাদিস : ৬১২২)

চোখের পাপ থেকে বাঁচতে
চোখের অপরাধ থেকে বাঁচতে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা আবশ্যকীয়। সামর্থ্য থাকলে দ্রুত বিবাহ করা নেওয়া, নচেত রোজা রাখা উচিত। হারাম দৃষ্টিপাত চোখের জিনার ভয়াবহতা হৃদয়ে জাগরুক রাখা চাই। যেসব জায়গায় চোখের খিয়ানত হয় সেসব জায়গায় গমনাগমন থেকে নিজেকে বিরত রাখা। খারাপ কিছু দেখলে ত্বরিত ইস্তিগফার করা। সর্বোপরি পূর্ণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে নামাজ আদায় করা। কারণ ‘নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।’ (সূরা : আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

আসাদুজ্জামান আসাদ

রাসূল সা.-এর আদর্শে গড়তে হবে ব্যভিচারমুক্ত সমাজ

মানবতার মহানায়ক মুক্তির দূত হজরত রাসূল সা. বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন। তাঁর আচার-আচরণ, আমল-আখলাক, চিন্তাচেতনা, চলন-বলন প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে অনন্ত প্রশান্তি ও রহমত। তিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সর্বক্ষেত্রে শান্তির মহাদূত। তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, পরিবারনীতিসহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। সমাজ থেকে মদ, জুয়া, ব্যভিচার, জুলুম-শোষণ, বৈষম্য দূর করেন। বিশ্বনবী সা. সমাজজীবন থেকে ব্যভিচার দূর করে জাতিকে সুখ-শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ উপহার দিয়েছেন। ব্যভিচার একটি মরণব্যাধি। মহান আল্লাহর রহমত বন্ধ এবং গজব ও মহামারী হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ব্যভিচার। মহান আল্লাহ মানুষকে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- ‘আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না; নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।’ (সূরা ইসরা-৩২৯)

বিশ্বনবী সা. জন্মগ্রহণ করেন জাহিলি যুগে। যে সমাজ ছিল অন্ধকারে ভরপুর। তিনি সেই অন্ধকার সমাজকে নূরের আলোয় আলোকিত করেন। সমাজ থেকে ব্যভিচার দূর করেন। কোনো মেয়েকে ব্যভিচার করা কিংবা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা, পাচার করা হারাম কাজ। যেহেতু ব্যভিচার একটি জঘন্যতম অপরাধ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- ‘এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর, কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে।’ (সূরা মুমিনুন : ৫-৭) ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- ‘ব্যভিচারী নারী ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে ১০০ করে বেত্রাঘাত করো।’ (সূরা নূর-২) বিশিষ্ট সাহাবি হজরত ইবনে আব্বাস রা: ১০০ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বলেন, ‘সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে ১০০ কশাঘাত করা হবে।’ হজরত আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, ‘কোনো মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তিন তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। যথা- প্রাণের বদলে প্রাণ, বিবাহিত ব্যভিচারিণী, আর আপন দ্বীন পরিত্যাগকারী মুসলিম বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।’ আমরা মুসলিম জাতি। শরিয়তের বিধিবিধান অনুযায়ী বিয়ে ছাড়া নারীকে স্পর্শ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। হাদিস শরিফে পরনারীকে স্পর্শ করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। হজরত মাকিল ইবনে ইয়াসক রা: থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, ‘হালাল নয় এমন নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কেউ নিজের মাথায় লোহার সুই দিয়ে আঘাত করা উত্তম।’ ব্যভিচার ঈমানের সাথে কখনো একত্রিত হয় না। হজরত আবু হুরায়রা রা: বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, ‘ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচার করা অবস্থায় মুমিন থাকে না’।

হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা. বলেন, ‘যখন বান্দা ব্যভিচার করে, তখন তার থেকে ঈমান বেরিয়ে পড়ে এবং তার মাথার ওপর ছায়ার মতো উড়ন্ত থাকে। অতঃপর যখন সে এই অপকর্ম থেকে ফারেগ হয়ে যায়, তখন পুনরায় ঈমান ফিরে আসে।’ হজরত আনাস রা: বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, ‘কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হলো- ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞানতার প্রসার ঘটবে, মাদকের বিস্তার ঘটবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।’ হজরত আবদুল্লাহ রা: বর্ণিত হাদিসে বিশ্বনবী সা. বলেন, ‘এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করো অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন তারপর হলো- তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করো যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। লোকটি বলল এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর হলো তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জেনা করো। অতঃপর আল্লাহ এ কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ করেন- ‘এবং তারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।’ (সূরা নিসা)

ব্যভিচার সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ থেকে শান্তি চলে যায়।

পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে টাকা উপাজন করে খাওয়া সম্পূর্ণভাবে হারাম। হজরত আবু মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা. কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।’ হজরত আবু জুহায়ফা রা: থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. অভিসম্পাত করেছেন, উল্কি অঙ্কনকারিণী, উল্কি গ্রহণকারিণী, সুদগ্রহীতা ও সুদদাতাকে। আর তিনি কুকুরের মূল্য ও বেশ্যার উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, ‘কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করা হালাল নয়।’

আমরা আধুনিক যুগের মানুষ। নারী-পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করি। নারীর নৃত্য প্রদর্শন, গানবাজনা, নাচানাচি ইত্যাদি ব্যভিচারের অন্যতম উপকরণ, যা ইসলামী বিধিবিধানে সম্পূর্ণভাবে হারাম। যদি বস্ত্রহীনভাবে নারীরা চলাফেরা করে, সেটি গর্হিত অপরাধ। মাহারম পুরুষ ব্যতীত সব মহিলার সমস্ত শরীর, সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা সব পুরুষের জন্য অবৈধ। তা ছাড়া নৃত্য প্রদর্শন, নাচানাচি, গানবাজনা করা হারাম। যেহেতু এসব উপকরণ ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করে। মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- ‘নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন আহ্বানকারীদের আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।’ (সূরা নূর) এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বেগানা পুরুষের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করেন। হজরত আবু হুরায়রা রা: বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, ‘এমন কিছু মহিলার আবির্ভাব ঘটবে, যারা কাপড় পরবে ঠিকই, তবে উলঙ্গের মতো দেখা যাবে। তারপর, পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং নিজেদের দিকে পরপুরুষকে আকৃষ্ট করবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না। অথচ জন্নাতের সুগন্ধী ৫০০ বছরের দূরবর্তী ব্যবধানে পাওয়া যাবে।’ সুতরাং, প্রমাণিত হলো যে- নৃত্য প্রর্দশন ও নাচগান কোনোভাবেই বৈধ নয়। তা ছাড়া প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের অধীনস্থ মেয়েদেরকে পর্দা মেনে চলার জন্য ব্যবস্থা করা। যদি না করে সেসব পুরুষ দায়ুসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবন ওমার রা: বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, ‘তিন ব্যক্তির ওপর জান্নাত হারাম- মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, ওই দায়ুস যে নিজের পরিবারভুক্ত মহিলাদেরকে বেপর্দা চলার ব্যবস্থা করে।’ সমাজে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- ‘তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন করো। যারা পাপ করে তাদেরকে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।’ (সূরা আনআম)

সুতরাং, অপরাধমুক্ত সমাজ তৈরি ও দেশের উন্নয়ন, জাতির সুরক্ষার জন্য ব্যভিচারের মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন। সমাজজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে রাসূল সা.-এর আদর্শকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। রাসূল সা.-এর আদর্শ নিয়ে ব্যভিচার, মদ, জুয়ামুক্ত সমাজ গঠন করার জন্য পরস্পর পরস্পরের সাথে ঐক্য পোষণ করা প্রয়োজন।

ড. আবু সালেহ

যে সব কারণে বিবাহে পারিবারিক সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ

মানবজাতির স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্য এবং চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম উপায় হলো বিয়ে। পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, সংযত ও সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য বিয়ের বিকল্প নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে শুধু জৈবিক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম নয়, বরং একটি মহান ইবাদত ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং আচারের অন্যতম অংশ। এ জন্য ইসলামে বিয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

১. প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা
বিয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে নারী-পুরুষের শান্তি-সুখের পরিবার। এরপর পরিবারে জন্ম নেয় ভালোবাসার সেতুবন্ধ মানব শিশু। সেই শিশু একসময় পূর্ণ মানবে পরিণত হয়। এভাবেই মানব প্রজন্মের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

আল্লাহ বলেন, ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।’ (সূরা : হুজরাত, আয়াত : ১৩)

আল্লাহ আরো বলেন, ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।’ (সূরা : নিসা, আয়াত : ১)

২. দৃষ্টি অবনমিত করে
শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা অনেকটা নির্ভর করে বিয়ের ওপর। নিখুঁত ইবাদতের জন্য এসব পবিত্রতা একান্ত প্রয়োজন।

বিয়ের উপকারিতা ও বিয়ের বিকল্প দুটিই হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. আমাদের বলেছেন, ‘হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে অবনমিত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোজা পালন করে। কারণ রোযা যৌন প্রবৃত্তি নিবৃত করে।’ (বুখারি, হাদিস : ৫০৫৬; মুসলিম, হাদিস : ১৪০০)

৩. নবী-রাসুলদের সুন্নত
ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে কেবল একটি উৎসাহিত বিষয়ই নয়, বরং নবী-রাসুলদের সুন্নত। ইয়াহইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.) ছাড়া সব নবী-রাসুল বিয়ে করেছেন। আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘চারটি জিনিস নবী-রাসুলদের সুন্নত। লজ্জাবোধ, সুগন্ধি ব্যবহার, মেসওয়াক ও বিয়ে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ১০৮০)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের ওপর আমল করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।’ (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৮৪৬)

৪. আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ
বিয়ে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার মাধ্যম। এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহর ওপর ভরসা এবং নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার সদিচ্ছা। আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমাদের মধ্যে যে ছেলেদের স্ত্রী নেই এবং যে মেয়েদের স্বামী নেই, তাদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত থাকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী করে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।’ (সূরা : নূর, আয়াত : ৩২)

৫. শান্তি ও সুশৃঙ্খল জীবন
বিয়ে মানসিক প্রশান্তি, স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল জীবনের অন্যতম মাধ্যম। বিয়ের মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে সখ্য, ভালোবাসা ও দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, ‘আর তাঁর

নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে।’ (সূরা : রুম, আয়াত : ২১)

৬. বিয়ে যেভাবে বরকতময় হয়
সর্বোত্তম, কল্যাণকর ও বরকতময় বিয়ে হলো, যা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সহজসাধ্যভাবে অল্প খরচে অনুষ্ঠিত হয়। জমকালো আয়োজন, জৌলুসপূর্ণ আলোকসজ্জা, গান-বাদ্য এবং খরচের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বিয়ের বরকত নষ্ট করে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘সর্বোত্তম বিয়ে হলো যা সহজসাধ্য হয়।’ (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ২৪৫২৯)

৭. বিয়ের ক্ষেত্রে ধার্মিকতা
সাধারণত বিয়ের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য, সম্পদ ও বংশ মর্যাদা দেখা হয়। এগুলোর কোনোটি টেকসই প্রশান্তি নিশ্চিত করতে পারে না। প্রশান্তির জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা, দায়িত্ব সচেতনতা, কর্তব্যবোধ, কল্যাণকামিতা, অল্পে তুষ্টতা, পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি। এসব রয়েছে দ্বিনের মধ্যে। এ জন্য বিয়ের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সা. ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন, ‘চারটি গুণ দেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও ধার্মিকতা। তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।’ (বুখারি, হাদিস : ৪৮০২; মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৬)

(৮) বিয়ের বয়স
ইসলাম বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহ করলেও বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করেনি; বরং শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিকভাবে সক্ষমতা অর্জনকেই বিয়ের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে। অঞ্চলভেদে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী বিয়ের সমীচীন বয়সসীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে বিশেষ অবস্থায় এ বয়সসীমা শিথিলও হতে পারে। যেমন–কোনো ব্যক্তির যৌনসংক্রান্ত অনাচারে লিপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকলে এবং অন্যান্য সামর্থ্য অর্জিত হলে তার বিয়েতে বাধা দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কোনোভাবে সমীচীন নয়। এভাবে কোনো নারী শারীরিক, মানসিকভাবে পূর্ণতা লাভ করার পর সুযোগ্য পাত্র পাওয়া গেলে তার অভিভাবকদের দ্রুত বিয়ের আয়োজন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘যখন এমন কোনো ব্যক্তি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে, যার দ্বিনদারি ও চারিত্রিক দিক তোমাদের মুগ্ধ করে, তখন তোমরা ওই ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো তাহলে সমাজে বিরাট ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দেবে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ১০৮৪)

(৯) পারিবারিক সম্মতি
বিয়ে একটি পারিবারিক বন্ধন। পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে পরিবারের সদস্যদের অভিমত ও বংশীয় মর্যাদা পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিকভাবে বিয়ে হলে উভয়েরই দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি থাকে। উভয় পরিবারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় বিয়ে টেকসই ও স্থায়ী হয়। পক্ষান্তরে অভিভাবকদের অজান্তে বা অসম্মতিতে বিয়ে করা হলে পরিবারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা না থাকার ফলে যৌবনের উন্মাদনা কেটে গেলে সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হতে দেখা যায়। কাজেই পারিবারিক সম্মতি ছাড়া বিয়েশাদি একেবারেই অনুচিত। আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘অভিভাবক ছাড়া বিয়ে সংঘটিত হয় না।’ (তিরমিজি, হাদিস : ১১০১)

১০. সামাজিক প্রচার
মানুষের কাছে বিয়ের বার্তা পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বিয়ের বার্তা সমাজের মানুষকে জানানো আবশ্যকীয় কর্তব্য। মানুষ যেন তাদের সম্পর্কে স্বচ্ছ সুন্দর ধারণা রাখে। তাদের জন্য বরকতের দোয়া করে। বিয়েতে সামর্থ্যবান তরুণরা উদ্বুদ্ধ হয়। অভিভাবক সচেতন হয়ে সন্তানের নির্মল ভবিষ্যতে সজাগ হয়। মুহাম্মাদ ইবনু জুমাহি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘হারাম (ব্যভিচার) ও হালালের (বিয়ে) মধ্যে পার্থক্য হলো ঘোষণা ও দফ ব্যবহার।’ (তিরমিজি, হাদিস : ১০৮৮)

দফ হলো–যার এক পাশ খোলা। বাজালে ঢ্যাব ঢ্যাব শব্দ হয়। জানান দেওয়ার জন্য এটি বাজানো হয়। এটি কোনো বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে না। ‘আওনুল বারী’ গ্রন্থে বলা হয়েছে–এর আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। কোনো দফের আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তা আর দফ থাকবে না; বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে। (আওনুল বারী : ২/৩৫৭)

পরিশেষে বলা যায়, সুন্নাহ পালন, পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে বিয়ে অন্যতম ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। সে ক্ষেত্রে সামর্থ্যবানদের জন্য পারিবারিকভাবে সুন্নাহমাফিক বিয়ের আয়োজন জীবনের প্রশান্তি নিশ্চিত করতে পারে, অন্যথায় রোজা পালনের মাধ্যমে সংযত জীবন যাপন করে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে করার চেষ্টা ও দোয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

সূরা নাবায় যা আছে

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা নাবা পবিত্র কোরআনের ৭৮-তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ২ রুকু, ৪০ আয়াত।

মক্কাবাসী পুনরুত্থান সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করতে থাকলে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় মহাসংবাদ বা কিয়ামতের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সূরাকে মোটা দাগে ৭টি অংশে ভাগ করা যায়।

সূরার প্রথম অংশে অদেখা আখিরাত সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপের জবাব দিয়েছেন আল্লাহ।

দ্বিতীয় অংশে মানুষের চোখের সামনে দেখা আল্লাহর সৃষ্টির যোগ্যতা, বড়ত্ব বর্ণনা করে মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহর সৃষ্টির তুলনা করেছেন।

তৃতীয় অংশে আল্লাহ আখিরাত সম্পর্কে আবার বলেছেন।

চতুর্থ অংশে আজাবের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অংশে মূলত আখিরাতে অবিশ্বাসী মানুষের পরিণতির কারণ বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অংশে আখিরাতে বিশ্বাসী, বিশ্বাসীদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম অংশে আখিরাতের পরম সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে।

বিচারের দিনটি অবশ্যই আসবে। আল্লাহ বলেন, ‘তারা পরস্পরকে কী জিজ্ঞাসা করছে? সেই মহাসংবাদ সম্বন্ধে, যে বিষয়ে তারা একমত হতে পারে না? তারা তা শিগগিরই জানতে পারবে; অবশ্যই তারা জানতে পারবে। আমি কি পৃথিবীকে বিস্তৃত করিনি আর পর্বতকে করিনি কীলকস্বরূপ? আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আমি বিশ্রামের জন্য তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়েছি, রাতকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। আমি তোমাদের ওপরে সুস্থিত সপ্ত (আকাশ) নির্মাণ করেছি এবং প্রোজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করেছি। আমি মেঘমালা হতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করি, তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান। বিচারের দিন নির্ধারিত আছে। সেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে ও তোমরা দলে দলে জমায়েত হবে। আকাশ ফেটে গিয়ে সেখানে বহু ফাটল দেখা দেবে। আর পাহাড়-পর্বত উন্মূলিত হয়ে মরীচিকার মতো দেখাবে।’ (আয়াত: ১-২০)

অবিশ্বাসীদের পরকালীন দুর্দশার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, ‘(সেদিন) জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে। তা হবে সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল, যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে। সেখানে তারা কোনো ঠান্ডা জিনিস ভোগ করবে না, পানীয়ও নয়, স্বাদ নেবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের। এটাই উপযুক্ত প্রতিফল। কারণ, তারা হিসাবের ভয় পেত না আর তারা জোরের সঙ্গে আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। সবকিছু আমি লিখে রেখেছি। সুতরাং স্বাদ নাও; তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করা হবে।’ (আয়াত: ২১-৩০)

বিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘সাবধানীদের জন্য আছে সাফল্য, বাগান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা নারী ও পূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না। এ পুরস্কার, যথার্থ দান তোমার প্রতিপালকের।’ (আয়াত: ৩১-৩৬)

কারাবাও কাপেও গোল গারনাচোর

ইউনাইটেডের ৭-০ গোলে জয়

আপনজন ডেস্ক: নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়নস লিগের দিকেই সবার চোখ ছিল গতকাল। সেই দিনেই সাবেক ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে খেলতে হলো কারাবাও কাপের ম্যাচ।
এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে সুযোগ না পাওয়া ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগকে সবচেয়ে বড় জয় উপহার দিয়ে উঠে গেছে কারাবাও কাপ বা লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে। ইংলিশ ফুটবলের তৃতীয় স্তরের দল বার্নসলিকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে ইউনাইটেড।
ইউনাইটেডের বড় জয়ের দিনে টাইব্রেকারে নতুন রেকর্ড গড়েছে প্রেস্টন নর্থ এন্ড ও ফুলহাম। টুর্নামেন্টের রেকর্ড ৩৪ শটের পেনাল্টি শুটআউট শেষে প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব ফুলহামকে ১৬-১৫ গোলে হারিয়েছে দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব প্রেস্টন। আগের রেকর্ডটি ছিল ৩২ শটের। ২০১৬ সালে সেই টাইব্রেকারে ডার্বি ১৪-১৩ গোলে হারিয়েছিল কার্লাইলকে।
টাইব্রেকারের প্রথম ৩২ শট শেষে ১৫-১৫ সমতা ছিল। ফুলহামের তিমোথি কাস্তানিয়ে ৩৩তম শটটা বার উঁচিয়ে বাইরে মারার পর প্রেস্টনের রায়ান লেডসন গোল করে দলকে জয় এনে দেন।
নির্ধারিত সময় ১-১ গোলে ড্র ছিল ম্যাচটি।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকার দশে পড়ে থাকা ইউনাইটেডের হয়ে কাল জোড়া গোল করেছেন মার্কাস রাশফোর্ড, আলেহান্দ্রো গারনাচো ও ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইউনাইটেডের হয়ে অন্য গোলটি করেছেন আন্তনি।
ডাচ কোচ টেন হাগের সময়ে এর আগে ইউনাইটেডের বড় জয়টা ছিল ৪-১ গোলের। রিয়াল বেতিস ও চেলসিকে এই ব্যবধানের হারিয়েছিল টেন হাগের দল।
গতকালের ৭-০ গোলের জয়টা ২০২১ সালের পর ইউনাইটেডের সবচেয়ে বড় জয়ও। ২০২১ ওলে গুনার সুলশারের ইউনাইটেড ৯-০ গোলে হারিয়েছিল সাউদাম্পটনকে।

পাঞ্জাব কিংসের নতুন কোচ হলেন রিকি পন্টিং

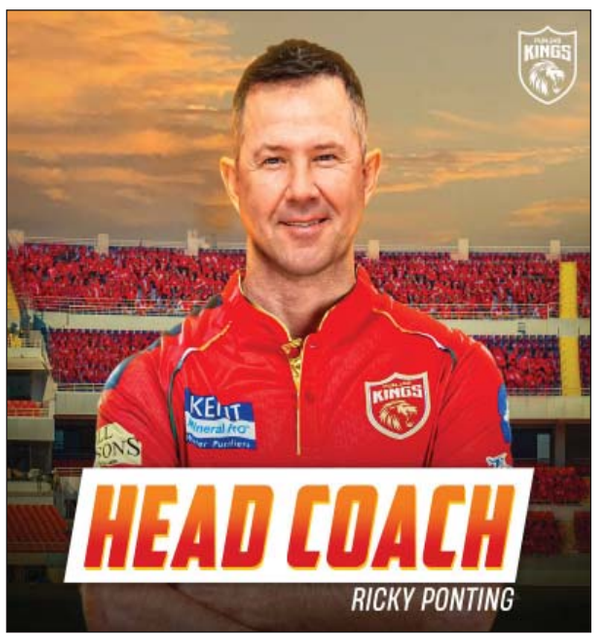

আপনজন ডেস্ক: ই মাস আগে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক শেষ করেন রিকি পন্টিং। এরপর সবার চোখ ছিল কিংবদন্তি এই অস্ট্রেলিয়ানের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। অবশেষে আজ তাঁকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে পাঞ্জাব কিংস। আগামী বছরের আইপিএল থেকে এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে পন্টিংয়ের নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাঞ্জাব।
ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে চার বছরের চুক্তি সম্পন্ন করেছেন পন্টিং।
আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পন্টিংই তাঁর কোচিং স্টাফ নির্বাচন করবেন বলেও জানিয়েছে পোর্টালটি।
গত বছরের কোচিং স্টাফদের মধ্য থেকে কেউ দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। আগের আসরের আইপিএলে পাঞ্জাবের কোচিং স্টাফে ছিলেন ট্রেভর বেলিস (হেড কোচ), সঞ্জয় বাঙ্গার (ক্রিকেট ডেভেলপমেন্টের প্রধান), চার্লস ল্যাঙ্গাভেল্ট (ফাস্ট বোলিং কোচ) এবং সুনীল যোশি (স্পিন বোলিং কোচ)।
প্রায় এক দশক ধরে আইপিএলে বাজে সময় পার করছে পাঞ্জাব। ২০১৪ সালের পর থেকে আর প্লে-অফ খেলতে না-পারা দলটি ২০২৪ মৌসুমে ছিল ৯ নম্বরে। দলকে সাফল্যের পথে ফেরাতে বারবার কোচও বদলেছে তারা।
গত চার মৌসুমের মধ্যে পন্টিং দলটির তৃতীয় কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর পন্টিংয়ের প্রথম কাজ হবে পরের মৌসুমের জন্য কোন খেলোয়াড়দের ধরে রাখবেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত তালিকা করা।
২০২৪ সালের আইপিএলে দ্বিতীয়বারের মতো পার্পল ক্যাপ জেতা হর্শাল প্যাটেল, অলরাউন্ডার শশাঙ্ক সিং এবং ব্যাটসম্যান আশুতোষ শর্মা ছিলেন দলের অন্যতম সেরা পারফরমার। পাশাপাশি কিংসে বাঁহাতি ফাস্ট বোলার অর্শদীপ সিং, উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জিতেশ শর্মা এবং লেগ স্পিনার রাহুল চাহারের মতো পারফরমারও আছেন।
আর বিদেশিদের মধ্যে আছেন স্যাম কারেন, লিয়াম লিভিংস্টোন, জনি বেয়ারস্টো এবং কাগিসো রাবাদার মতো পরীক্ষিতরা। তবে শিখর ধাওয়ান সম্প্রতি ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর পাঞ্জাবকে এখন নতুন অধিনায়কও খুঁজে বের করতে হবে। আর এ জায়গাটিতেও নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে পন্টিংয়ের।
২০০৮ সালের প্রথম আসর থেকেই আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত আছেন পন্টিং। প্রথমে কলকাতা নাইট রাইডার্সে এবং পরে খেলেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে। ২০১৩ সালের মাঝপথে মুম্বাইয়ের দায়িত্ব ছাড়েন তিনি। ২০১৪ সালে তিনি দলটির পরামর্শকের ভূমিকায় থাকার পর ২০১৫ ও ২০১৬ সালে প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০১৮ সালে পন্টিং দিল্লির প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন। ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে পরপর তিনবার তিনি দিল্লিকে প্লে-অফে নিয়ে যান। তাঁর অধীনে ২০২০ সালে দিল্লি আইপিএলের ফাইনালেও খেলেছে। তবে গত জুলাইয়ে দিল্লির দায়িত্ব ছেড়ে দেন বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক। এখন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে পাঞ্জাবকে সাফল্য এনে দিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে ড্র করল মোহনবাগান

আপনজন ডেস্ক: ড্র করেই মাঠ ছাড়তে হল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। শেষদিকে একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল সবুজ-মেরুন শিবিরকে। ফলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর প্রথম ম্যাচে তাজাকিস্তানের রাভশান ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে ১ পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল মোহনবাগানকে।
শুরু থেকেই নিজেদের পায়ে বল রেখে, আক্রমণ গড়ার চেষ্টা করতে থাকে মোহনবাগান। তবে রাভশান ডিফেন্স আগাগোড়াই বেশ সতর্ক ছিল। ফলে মিডফিল্ডের বাইরে বল বের করতে পারছিলেন না সবুজ-মেরুন মিডফিল্ডাররা। একই অবস্থায় মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাজিকিস্তানের ক্লাবকে। ফলে গোটা ম্যাচেই ডিফেন্স ও মিডফিল্ডের মধ্যেই বল ঘোরাফেরা করতে থাকে।
২৬ মিনিটে নাজারভের ফ্রি কিক অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। ২৭ মিনিটে রহিমভ গোলের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। শুভাশিস সামনে থাকলেও তাঁকে শট নেওয়া থেকে রুখতে পারেননি। বিশাল সঠিক সময় সেভ না করলে গোল খেতে পারত মোহনবাগান । প্রথম প্রচেষ্টায় ধরতে না পারলেও দ্বিতীয় চেষ্টায় বল দখলে নেন তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ আক্রমণ তুলে এনেছিল রাকিমভের শট কোনওমতে বাঁচান মোহনবাগান ডিফেন্ডাররা। ৭০ মিনিটে ভাল জায়গায় ফ্রি কিক পেয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। তবে শট বাইরে মারেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। ৭৬ মিনিটে দারুণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। এটাই সম্ভবত সেরা সুযোগ ছিল ম্যাচের তবে জেসন কামিন্স তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। নাজারভের ভুলের সুযোগ নিয়ে থ্রু বল পেয়ে যান কামিন্স। একা গোলকিপারকে পেয়েও শট তাঁর হাতেই মারেন অজি বিশ্বকাপার। ম্যাচের একেবারে শেষদিকে সালিক ইষার দূর থেকে নেওয়া জোরাল শট অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়।
পরিবর্ত হিসেবে নাআ লিস্টন কোলাসোও ভাল সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। স্টুয়ার্টের থ্রু বল থেকে গোল করার পেলেও তাঁর শট বাইরে যায়।
গোল করে ফেলেছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তবে অফ সাইডের কারণে তা বাতিল হয়। সহকারি রেফারির সিদ্ধান্তে খুশি না হলেও, রিপ্লেতে দেখা যায়, বেশ কয়েকহাত অফ সাইডে ছিলেন তিনি। বল ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে এলেও, বল ব্লক করতে চেয়েছিলেন রাভশান ডিফেন্ডার। সেই কারণেই পেত্রাতোসের আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি।
ঘরের মাঠে গোল না পেয়ে গ্রেগ স্টুয়ার্ট, অভিষেক সূর্যবংশীকে নামিয়েও লাভ হয়নি।

৯ মাসেই শেষ রোমায় ডি রসির কোচিং অধ্যায়

আপনজন ডেস্ক: কিংবদন্তি রসিকে যে কোচের পদ থেকে ছাঁটাই করেছে এএস রোমা! আজ তাঁকে বরখাস্ত করার বিষয়টি নিজেদের ওয়েবসাইটে নিশ্চিত করেছে ইতালিয়ান ক্লাবটি।
সিরি 'আ'র নতুন মৌসুমে শুরুটা একেবারেই বাজে হয়েছে রোমার। ইতালির রাজধানীর ক্লাবটি লিগে প্রথম চার ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেনি। ৪১ বছর বয়সী ডি রসির দল ড্র করেছে কালিয়ারি, জুভেন্টাস ও জেনোয়ার সঙ্গে;

নিজেদের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে হেরে গেছে এমপোলির কাছে। ওই চার ম্যাচে মাত্র দুটি গোল করতে পেরেছে রোমা।
মৌসুমের শুরুতেই এমন মলিন পারফরম্যান্সের কারণেই বরখাস্তের খড়্গ নেমে এল ইতালির হয়ে ২০০৬ বিশ্বকাপ জেতা সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের ওপর।
বিবৃতিতে এএস রোমা জানিয়েছে, 'আমরা ঘোষণা করছি যে ড্যানিয়েল ডি রসিকে মূল দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দলের সর্বোত্তম স্বার্থে ক্লাব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন মৌসুম এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব, আমরা কাঙ্ক্ষিত পথে ফিরতে চাই।'

চ্যাম্পিয়নস লিগ

বায়ার্নের ৯ গোলের ইতিহাসে কেইনের ৪

আপনজন ডেস্ক: বায়ার্ন মিউনিখ ৯: ২ দিনামো জাগরেব গোলবন্যা–দিনামো জাগরেবের বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচকে এর চেয়ে সহজে বোধ হয় বোঝানো সম্ভব নয়। অবশ্য এই 'গোলবন্যা' শব্দটাইবা কতটা আর ধরতে পারে! ১১ গোলের ম্যাচ কি আর প্রতিদিন হয়? তবে এমন ম্যাচ না খেলতে হলেই মনে হয় বেশি খুশি হতো জাগরেব। তাদের জালে যে বল জড়িয়েছে ৯ বার। বিপরীতে তাদের করা ২ গোল ঠিক সান্ত্বনাও দিতে পারছে না। দিতে পারার অবশ্য সুযোগ নেই, এর আগে চ্যাম্পিয়নস লিগে কোনো দল যে ৯ গোল হজম করেনি।
আর সব মিলিয়ে হিসাব করলে এই ১১ গোল চ্যাম্পিয়নস লিগের কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল। এর আগে ২০০৩ সালে ১১ গোল দেখা গিয়েছিল মোনাকো ও দিপার্তিভো লা করুনার ম্যাচে। সেই ম্যাচে ৮-৩ গোলে জিতেছিল মোনাকো। আর এই তালিকায় সবার ওপরে আছে ২০১৬ সালের বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও লেগিয়া ওয়ারশর ম্যাচটি। ১২ গোলের সেই ম্যাচে ৮ গোল করেছিল ডর্টমুন্ড।
বায়ার্নের এই ৯ গোলের রাতে দারুণ খেলছেন ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন। প্রতিপক্ষের জালে তিনি একাই বল জড়িয়েছেন চারবার। যার মধ্য দিয়ে দারুণ একটি রেকর্ডও গড়েছেন কেইন। চ্যাম্পিয়নস লিগে ইংলিশ খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন ওয়েইন রুনিকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি রুনির ৩০ গোলের বিপরীতে কেইনের গোল এখন ৩৩।
আজ রাতে কেইনের চার গোলের তিনটিই অবশ্য এসেছে পেনাল্টি থেকে। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে যাত্রা শুরু করেন তিনি। ৫৭ মিনিটে করা গোলটি অবশ্য পেনাল্টি ছিল না। তবে ৭৩ ও ৭৮ মিনিটে আবার পেনাল্টি থেকে গোল করে নিজের এক হালি গোলের কোটা পূরণ কেইন।
বায়ার্নের জয়ে অন্যদের মধ্যে জোড়া গোল করেন মাইকেল ওলিস। আর একটি করে গোল করেন রাফায়েল গেরেরো, লেরয় সানে ও লেয়ন গোরেৎসকা। তবে একাধিক গোল বাতিল না হলে জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত।
চ্যাম্পিয়নস লিগের এই জয়সহ সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে আছে বায়ার্ন। বুন্দেসলিগায় শীর্ষে থাকা দলটি লিগে ৩ ম্যাচ খেলে প্রতিটিতে জিতেছে।

বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়ে সতর্কও করলেন গম্ভীর

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেটে এই সময়ের আবহে একটা নতুনত্বের ছোঁয়া পাবেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলটার প্রধান কোচ পদে পরিবর্তন এসেছে। রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় এসেছেন গৌতম গম্ভীর। এর মধ্যে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা সফর করে এসেছেন তিনি। কিন্তু ভারতে এই বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম টেস্ট সিরিজে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাচ্ছে বাংলাদেশকে, সেটাও ঘরের মাঠে। সত্যিকার অর্থে ভারতীয় ক্রিকেটে গম্ভীর-যুগের শুরু বোধ হয় বাংলাদেশ সিরিজ দিয়েই।
আমি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাই পাকিস্তানে ওদের পারফরম্যান্সের জন্য। তবে এটা নতুন সিরিজ, নতুন প্রতিপক্ষ। গৌতম গম্ভীর, ভারতের কোচ এমন আবহে চেন্নাইয়ে কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া ভারত-বাংলাদেশের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এলেন গম্ভীর। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম টেস্ট সিরিজ যেহেতু, বেশির ভাগ প্রশ্ন হলো ভারত কেমন টেস্ট ক্রিকেট খেলবে, তা নিয়ে। ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ইংল্যান্ড ক্রিকেটের দায়িত্ব নেওয়ার পর যেমন 'বাজবল'-এর জন্ম, তেমন কিছু ভারতীয় ক্রিকেটে হবে না তো?
গম্ভীর অবশ্য সেভাবে ভাবতে চান না।
তাঁর কিছু শক্ত যুক্তিও আছে, 'দেখুন, আমি সব সময় বিশ্বাস করে এসেছি, সেটাই সেরা স্টাইল যে স্টাইলে খেললে দল জিতে। আমরা সেই দল হতে চাই, যারা সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেয় এবং দ্রুত সবকিছু রপ্ত করে। আমরা ম্যাচের অবস্থা ও কন্ডিশন বুঝে খেলতে চাই এবং উন্নতি করতে চাই।'
পরে শুরুতে বলা কথাটায় আরও জোর দিয়ে বললেন, 'এই যে কেউ একটা স্টাইলে খেলা শুরু করা, সেটার নাম দেওয়া দেখুন, খেলার মূল কথা হচ্ছে জয়। যেটা মাত্রই বললাম, সেটাই সেরা স্টাইল যে স্টাইলে খেললে জেতা যায়।'
সিরিজে বাংলাদেশ দলের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপক্ষ নিয়ে নিজের দর্শনটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন গম্ভীর, 'আমরা কাউকে ভয় পাই না, কিন্তু সবাইকে সম্মান করি –আমি এটা খুব করে বিশ্বাস করি। আমরা বাংলাদেশকে সম্মান করি।'
তবে ভারত যে বাংলাদেশের চেয়ে নিজেদের খেলা নিয়েই বেশি ভাবছে, তা পরিষ্কার গম্ভীরের এ কথায়, 'আমরা যে ধরনের ক্রিকেট খেলতে চাইব, সেটাই খেলব। আমাদের সবটা দিতে চাই। কারণ, চ্যাম্পিয়ন দলগুলো এটাই করে। ওরা প্রতিপক্ষের দিকে তাকায় না। ওরা ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করে, যেভাবে খেলতে চায়, সেভাবেই খেলে থাকে। আগে যেটা বললাম, বাংলাদেশকে আমরা সম্মান করি এবং সেটা থাকবে।'
সিরিজে বাংলাদেশ দলের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপক্ষ নিয়ে নিজের দর্শনটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন গম্ভীর, 'আমরা কাউকে ভয় পাই না, কিন্তু সবাইকে সম্মান করি –আমি এটা খুব করে বিশ্বাস করি। আমরা বাংলাদেশকে সম্মান করি।'
গম্ভীর কথা বলেছে বাংলাদেশ দলের পাকিস্তান জয় নিয়েও। বাংলাদেশকে অভিনন্দনও জানালেও সতর্কবার্তাও দিলেন গম্ভীর, 'আমি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাই পাকিস্তানে ওদের পারফরম্যান্সের জন্য। তবে এটা নতুন সিরিজ, নতুন প্রতিপক্ষ। আমাদের জন্য আমাদের সেরা ক্রিকেটটা খেলা জরুরি। এটাই গুরুত্বপূর্ণ।'
বাংলাদেশ দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, 'বাংলাদেশের বেশ কিছু অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আছে। সাকিবের অভিজ্ঞতা আছে, মুশফিকেরও। খুব ভালো বোলিং আক্রমণ। মেহেদীও আছে। বুঝতেই পারছেন, বাংলাদেশে প্রতিভা আছে। তবে আমাদের জন্য প্রথম বল থেকে সতর্ক থাকতে হবে।'

আল নাসরে আবারও ছাঁটাই হলেন কোচ

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল আল নাসর নতুন কোচ খুঁজছে। কারণ, পর্তুগিজ কোচ লুইস কাস্ত্রোকে গতকাল ছাঁটাই করেছে তারা। রোনালদো আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কোচ পাল্টাল ক্লাবটি। সৌদি প্রো লিগের নতুন মৌসুমে শুরুটা ভালো করতে পারেননি ৬৩ বছর বয়সী কাস্ত্রো। ৩ ম্যাচে এ পর্যন্ত ১ জয় পেয়েছে আল নাসর।
কাস্ত্রোকে ছাঁটাই করার ব্যাপারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আল নাসরের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আল নাসর জানাচ্ছে, প্রধান কোচ লুইস কাস্ত্রো ক্লাব ছেড়ে গেছেন। গত ১৪ মাসে নিবেদনপূর্ণ কাজের জন্য আল নাসরের সবাই লুইস এবং তাঁর (কোচিং) বহরকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছে।'
গত সোমবার এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিট পর্বের প্রথম ম্যাচে ইরাকের ক্লাব আল শোর্তার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে আল নাসর। এরপরই ছাঁটাইয়ের খড়্গ নেমে এল লুইস কাস্ত্রোর ওপর।
গত বছর এপ্রিলে আল নাসর কোচের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন রুডি গার্সিয়া। সেটি রোনালদো ক্লাবটিতে যোগ দেওয়ার চার মাস পরের ঘটনা। লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠতে না পারায় ফরাসি এই কোচকে ছাঁটাই করেছিল আল নাসর।
সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, ২০২২ সালে এসি মিলানকে সিরি 'আ' শিরোপা (স্কুদেত্তো) জেতানো ইতালিয়ান কোচ স্তেফানো পিওলিকে পরবর্তী কোচ হিসেবে পছন্দের তালিকায় রেখেছে আল নাসর।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**